আমার চিন্তা।

ভাঙ্গামোড়া-নিবাসী।

শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত

কর্ত্তৃক প্রণীত।

" Why thinks the fool, with childish hope, to see
What neither is, nor was, nor e'er shall be."

Elphinston.

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা,—মণ্ডল ষ্ট্রীট।

ডাইরেক্টরী যন্ত্রে

শ্রীহরচন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত।

১২৮৭।

বিজ্ঞাপন।

আজি তিন চারি বৎসর কয়েকটী সংবাদ পত্রে কতকগুলি প্রবন্ধ লিখিয়া ছিলাম; সেই সকল সংবাদ পত্রের মধ্যে কয়েকটী সম্পাদক ও কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয়গণ উৎসাহ দেওয়াতে সেই প্রবন্ধগুলি একত্রিত করিয়া "আমার চিন্তা" নামে মুদ্রিত করিলাম। "আমার চিন্তা" মধ্যে সময়াভাব ও অন্যান্য কারণে অনেকগুলি বিষয় সন্নিবেশিত করিতে অসমর্থ হইলাম। যদি সুবিধা হয়, তবে দ্বিতীয়বারে বা পৃথক পুস্তকাকারে সেগুলি মুদ্রিত করিব। এক্ষণে কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি যে আমি যতগুলি পুস্তক মুদ্রিত করিয়াছি নিম্নোক্ত মহোদয় ও মহোদয়াগণ আমাকে উপযুক্ত অর্থানুকুল্যে বাধিত করিয়াছেন। একথা বলা বাহুল্য যে তাঁহাদিগের একমাত্র আনুকূল্যেই আমার পুস্তকগুলি সাধারণ্যে প্রচারিত হইয়াছে।

শ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী C. I.	কাশিমবাজার।
„ „ শরৎসুন্দরী দেবী,	পুটিয়া।
„ রাণী শ্যামমোহিনী দেবী,	দিনাজপুর।
স্বর্গীয় মহারাজ মাহতাপচন্দ্র বাহাদুর,	বর্দ্ধমান।
শ্রীযুক্ত রাজা কৃষ্ণেন্দ্র নারায়ণ রায়বাহাদুর	বলিহার।
„ রায় মণীমোহন রায় চৌধুরী বাহাদুর	তুসভাণ্ডার।

শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত।

উৎসর্গ পত্র।

রাজশ্রী শোভিতা
শ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী “ভারত মুকুট” (C. I.)
মহোদয়ার করকমলে—

স্বদেশ বৎসলে !

আমার কৌমারাবধি আপনি যে আমার মানসক্ষেত্রে উৎসাহবারি সিঞ্চন করিয়া আসিতেছেন, এত দিনে তজ্জাত তরু শাখা প্রশাখায় বিস্তৃত হইয়া যে প্রসূন চয় প্রসব করিয়াছে, তাহাতেই এই হার গ্রথিত করিয়া আজি আপনাকে উপহার প্রদান করিতে উদ্যত হইতেছি। এ কুসুম মালার শোভা নাই, রস নাই, গন্ধ নাই অথবা গাঁথনির চৈক্কণ্যও নাই। জ্ঞানী ব্যক্তিরা বিষবৃক্ষ রোপণ করিলেও স্বয়ং তাহার মূলোৎপাটন করিতে ভাল বাসেন না; উন্নত মনের এই স্বভাব সিদ্ধগুণ, অথবা আপনি বহুজন পালয়িত্রী রাজ্ঞী, শ্রদ্ধা সহকারে যে যাহা অর্পণ করিবে তাহাই গ্রহণ করা আপনার রাজধর্ম্ম জানিয়াই, এই অসমসাহসিকতার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেছি। এক্ষণে প্রার্থনা এই যে এতৎ উপহার গ্রহণে গ্রন্থকারের আনন্দ বর্দ্ধন করেন। ইতি

হাওড়া
৫ই পৌষ ১২৮৭

বশম্বদ
শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত।

KUNDU FAMILY LIBRARY
MOHFARY

আমার চিন্তা।

আমার চিন্তা।

"Human mind never knows a state of rest."

মনে যাহা উদিত হয় যদি তাহা প্রকাশ করা যায়, তাহা হইলে কবিরাজ মহাশয় মধ্যম নারায়ণ তৈলের ব্যবস্থা করিবেন—ডাক্তার বাবু গ্রীবায় ব্লিষ্টার, মস্তক মুণ্ডন করিয়া তাহাতে বরফ জল সেচন করিবার যুক্তি দিবেন—আত্মীয় বন্ধু বান্ধবেরা খেদ করিবেন—আর পাঠক! আপনারা পাগল বলিয়া উপহাস করিতে ক্ষান্ত হইবেন না। মানব মন অনন্ত—বিস্তৃত অপার বারিধির ন্যায়—তাহাতে নিয়তই চিন্তা তরঙ্গ উঠিতেছে, লয় প্রাপ্ত হইতেছে, আবার উঠিতেছে, আবার মিলাইতেছে—চিন্তার বিরাম নাই। শীর্ণ তনু, জীর্ণবাস পরিহিত, ঘৃণিত মূর্ত্তি ভিক্ষোপজীবী উদরান্নের জন্য লালায়িত—সেও মনে মনে ধনবান্ হয়, রমণীয় অট্টালিকার সৃষ্টি করিয়া তাহাতে বাস করে, অগণ্য তুরঙ্গ বাজীরাজি পুষিয়া তাহাতে আরোহণ সুখভোগ করে, সুবর্ণ কারু কার্য্যময় সুরম্য পট্টবস্ত্র পরিধানাদি ধনীর অশন বসন ও বিলাস সুখের বাসনা করে; গৃহস্থ লোক আপন পরিবারদিগের সুখ সচ্ছন্দতা বৃদ্ধির জন্য প্রভৃত .

ধনাগমের কল্পনা করে, আপন অবস্থা ও ক্ষমতাতীত অর্থার্জ্জনের আশা বিফল জানিলেও দৈবপ্রাপ্তির কল্পনা করিয়া আপন আশার সার্থকতার চিন্তা করে, কখন ধনেশ্বর, কখন রাজ্যেশ্বর হইবে ইচ্ছা করে,—ধনী কুবেরত্ব পাইবার অনুধ্যান করে, রাজা পৃথ্বীশ্বর হইয়া সসাগরা ধরার অধিকার প্রাপ্তির চিন্তা করেন। স্ব স্ব অবস্থায় কাহারও চিন্তার বিরতি দেখিতে পাই নাই—যাহা হইবার নহে, কখন হয় না, কেহ কখন করিতে পারে না, এমন বিষয় অনেক সময়ই মানবের চিন্তাবিলসিত অন্তঃকরণে সমুদিত হয়, সকলে আপন মনে ভাবিয়া দেখিলেই এ বিষয়ের সার্থকতা স্বীকার করিবেন। মনুষ্যের মনে এইরূপে সময়ে সময়ে নানা ভাবের উদয় হইয়া থাকে, যদি কেহ তাহা প্রকাশ করিয়া বলেন, তবে তিনি উন্মাদগ্রস্ত। আমার মন কখনও স্থির নহে, সততই চিন্তাপর—আমিত কখনও আমার মনকে নিশ্চিন্ত দেখি নাই। যখনই আমি বিষয় কার্য্য হইতে অবসর পাই তখনই আমার মন একটা না একটা চিন্তা লইয়া বসিয়াছে দেখিতে পাই। আমার মন সংসার চলিবার চিন্তা করে না—আমি যে দশ টাকা উপার্জ্জন করি, তাহার একটী পয়সা বাজে খরচ করি না—একটী পয়সা হাতে রাখি না, কার্য্য করিতে অক্ষম হইলে কল্য কিরূপে চলিবে তাহার চিন্তা করি না—গৃহস্থালীর সহিত আমার কোন সংস্রব নাই—অথচ আমার মন সর্ব্বদাই চিন্তারত—যখন একাকী গহে—তখন চিন্তা করি। যখন পথে বাহির হই তখন চিন্তা করি —শয়ন করিবার পর যতক্ষণ না নিদ্রা আসে ততক্ষণ চিন্তা করি —বিষয় কার্য্য করিবার সময়ও কখন কখন চিন্তা করি—এজন্য

আমার কোন কোন বন্ধু আমাকে সর্ব্বদা অন্যমনা বলিয়া থাকেন—আমি কাজ কর্ম্ম করিতে জানিলেও অন্যমনস্কতা প্রযুক্ত মধ্যে মধ্যে কাজে ভুল করিয়া থাকি—তাঁহারা মন্দ কথা বলেন না, ঠিক বলিয়া থাকেন—আমার মনের মতন কথা এজন্য আমি একদিনের জন্য দুঃখিত হই নাই। আমার চিন্তা লইয়া এত কথা কহিতেছি—পাঠকগণ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন কিসের এত চিন্তা? তাহার উত্তর নাই--বিফল চিন্তা। এই পৃথিবী, আকাশ, পাতাল, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড, মনুষ্য, সংসার, ভাল মন্দ যা দেখি, যা শুনি, তারই চিন্তা। আমার মন কখন অনন্ত অন্তরীক্ষে আরোহণ করিয়া প্রত্যেক জ্যোতিষ্কমণ্ডলে পরিভ্রমণ করিয়া কাহার কি আকার, কাহাতে কি আছে, কোথায় কি ঘটনা সংঘটিত হইতেছে, তাহাদিগের সহিত আমাদিগের নিবাসভূতা ধরিত্রীর কি সম্বন্ধ তাহার চিন্তা করিতেছে; কখন ভূমণ্ডলের সকল স্থানে বিচরণ করিয়া আমেজ্জান নদের জলবেলা সন্দর্শন করিতেছে; কখন তুষার মণ্ডিত হিমাচল চূড়ায় আরোহণ করিয়া গৈরিকাদি বিশোভিত স্থান সমুদায় দেখিয়া অতুল আনন্দলাভ করিতেছে; কখন নিবিড় কান্তারে প্রবেশ করিয়া বনস্পতি সমূহের অপূর্ব্ব শোভা বিলোকন করিয়া আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হইতেছে; কখন গিরিপ্রস্রবনের নিকটে দাঁড়াইয়া তাহার সম্পাত সম্ভূত কল্ কল্ শব্দে মুগ্ধ হইয়া তাহাই দেখিতেছে। কখন দুর্গম গিরিগুহায় প্রবিষ্ট হইয়া তত্রত্য ঘোর অন্ধকার দেখিয়া কম্পিত হইতেছে; কখন বা বিস্তৃত বারিধি হৃদয়ে ভাসিতে ভাসিতে কত শত জনশূন্য দ্বীপের আবিষ্কার করিতেছে; কখন বা তাহার অতল গর্ভে

প্রবেশ করিয়া গুপ্তগিরি-নিচয়ের অনুসন্ধান করিতেছে; কোথাও বা বহুমূল্য মুক্তা শুক্তির আবাস দেখিয়া দুই হস্তে তাহা সংগ্রহ করিতেছে; কখনও বা সামাজিক রীতি নীতি, সংসারের কার্য্যকলাপ দেখিয়া আপনা আপনিই আশ্চর্য্য হইতেছে; কখনও বা ইহ জগতের কার্য্য কারণ, সুখদুঃখ, ধর্ম্মাধর্ম্মের গতি দেখিয়া স্তম্ভিত হইতেছে; কখনও বা মনুষ্যের জন্ম, জরা, জীবন, যৌবন ভাবিয়া অবাক হইতেছে। মনের কথায় কাজ কি! আমার মন পাগল! এসকল ভাবিলে কি হইবে? বিষয় কার্য্যের চিন্তা করিলে, অর্থোপার্জ্জনের উপায় দেখিলে, বরং সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইবে—সুখে দিন যাইবে, কিন্তু আমার মন সে দিকে যায় না—কি করি? যাহাতে যাহার প্রবৃত্তি নাই তাহাকে সে বিষয়ে লওয়াইতে চেষ্টা করা বিড়ম্বনামাত্র। সেজন্য গার্হস্থ্য চিন্তা বড় করি নাই—মনকে কখন তাহাতে প্রবৃত্তিও দি নাই। দুই একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি—কুফল ফলিয়াছে। সেই অবধি সে সকল চিন্তা ছাড়িয়া দিয়াছি। উদরের দায়ে দাসত্ব—আমার মত লোকের তাহাও বজায় থাকা ভার। যতদিন অদৃষ্টে আছে কার সাধ্য খণ্ডন করে? এখন যাহা ভাল লাগে কেবল তাহারই চিন্তা করি—অন্য চিন্তা করি নাই। আমি মনের কথা গোপন করিতে ভাল বাসি না, যখন যাহা মনে হয়, যতক্ষণ না প্রকাশ করি, ততক্ষণ মন ছট্‌ফট্‌ করে। ইহাতে আমাকে কেহ ভাল বলুন, চাই মন্দ বলুন—পাগল বলুন, চাই জ্ঞানী বলুন আমার তাহাতে সুখ দুঃখ, ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। আমার মনে যখন যাহা উদয় হইয়াছে আমি তাহাই লিখি-

য়াছি, এই জন্যই এই পুস্তক খানির নাম " আমার চিন্তা " রাখিলাম ; আমার মনে যে সকল চিন্তার উদয় হইয়াছে আমি অবিকল সে সকলই ইহাতে লিপিবদ্ধ করিয়াছি—সরল কথায় মার নাই—যাহা লিখিয়াছি তাহা অখল-চিত্তে—কিছু গোপন না রাখিয়া লিখিয়াছি।

পৃথিবীতে গুরু কে ?

পৃথিবীতে গুরু কে ? কাহাকে মনের ভক্তি, শ্রদ্ধা ও প্রীতিসহকারে পূজা করি ? কাহার মনঃক্ষোভ, মনোদুঃখকে অধিকতর ভয় করি ? কাহার একবিন্দু অশ্রুপাত হইলে আপন শরীরের সহস্রবিন্দু শোণিতপাত বিবেচনা করি ? কাহার মুখ ম্লান দেখিলে, অন্তঃকরণ দুঃখানলে দগ্ধ হইতে থাকে ? আপন শরীর বিসর্জ্জন দিলেও কাহার ঋণ পরিশোধিত হয় না ? বেদ, স্মৃতি, ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল, মীমাংসা, ষড়দর্শনে পারদর্শী বা অধুনাতন পাশ্চাত্য ভাষায় বি. এ., এম. এ. পাশ করিয়া দ্বিতীয় পিথাগোরস বা সর আইজাক নিউটন হইলেও কাহার নিকট বিদ্যাভিমান করিতে পারি না ? অতুল ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া কুবেরের ধন পাইলেও কাহার নিকট ধনগৌরব করা চলে না ? অতুল রাজসম্মানে সম্মানিত হইলেও কাহার নিকট সম্মানের প্রত্যাশা করা চলে না ? পৃথিবী মধ্যে প্রত্যক্ষ দেবতা বলিয়া

কাহাকে পূজা করি? বিদ্যা, ধন, যশ ও মানে জগতের মধ্যে অদ্বিতীয় হইলেও কাহার নিকট সামান্য বালকের ন্যায় ব্যবহৃত হই? স্বর্গ অপেক্ষাও গরীয়সী কে?

যিনি দশমাসকাল যন্ত্রণা সহ্য করিয়া প্রসবকালে জীবনান্তকালীন অব্যক্ত যাতনা ভোগ করিয়াছেন; যিনি পুত্রের মুখাবলোকন মাত্র সেই সমস্ত দারুণ যন্ত্রণা একেবারে বিস্মৃত হইয়া পুত্রের স্বাস্থ্যের জন্য অশেষ কষ্টকে কষ্ট জ্ঞান করেন না; পাছে পুত্রের কোন বিঘ্ন ঘটে, এজন্য যিনি আপন আহার সুখ পরিহার করিয়া কটুতিক্ত খাদ্য গ্রহণ করেন; যিনি পুত্রের মল মূত্রকে অস্পৃশ্য জ্ঞান না করিয়া কি আহার কি শয়নকালে সকল সময়েই পুত্রকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে যত্নবতী হন; পুত্রের সহাস্য আস্য দর্শনে যিনি স্বর্গসুখ তুচ্ছ করেন এবং পুত্রকে রোরুদ্যমান দেখিলে সমধিক ব্যাকুলা হন; যিনি পুত্রের জন্য আপন জীবন পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হন না; যিনি রাজপ্রাসাদ, রাজৈশ্বর্য্য অক্ষুণ্ণভাবে ত্যাগ করিয়া পুত্রকে লইয়া দীনভাবে পর্ণকুটীর আশ্রয় বা অরণ্যবাস গ্রহণ করিতে প্রকৃতপক্ষে কোন কষ্টবোধ করেন না; ধনকুবের এবং বিদ্যায় বৃহস্পতি তুল্য পুত্র এবং দীন উদরান্ন সংগ্রহে অসমর্থ পুত্রের সহিত যাঁহার ভিন্নভাব থাকে না; বরং শেষোক্তের প্রতি তাহার স্ত্রী-পুত্র অপর আত্মীয়গণ ঘৃণিত ভাব প্রকাশ করিতে পারে, কিন্তু যে করুণাময়ীর স্নেহ সমভাবে অবিচলিত থাকে; যিনি পুত্রের ধনে লালসা করেন না; পুত্রের বিদ্যা গৌরবে গৌরবান্বিতা হইতে তত ইচ্ছা করেন না, কেবল প্রাণপণে পুত্রের শারীরিক মঙ্গল জন্য ঈশ্বরের নিকট সকল সময়ে কায়-

মনোবাক্যে প্রার্থনা করেন ; যাঁহার স্নেহের অন্ত নাই, যাঁহার করুণার সীমা নাই ; এমন নিঃস্বার্থ হিতপ্রার্থিনী জগতের মধ্যে আর কে আছে ? যদি অর্থকৃচ্ছ্রতানিবন্ধন পারিবারিক ক্লেশ বা নিয়মিত অশনবসনের অনাটন উপস্থিত হয়, প্রিয়তমা পত্নী, অতিশয় সাধ্বী হইলে বিরক্ত না হইয়া, মনে মনে ক্ষুব্ধা হয়, স্বামীর দারিদ্র্য জন্য আপন অদৃষ্টের নিকৃষ্টতা কল্পনা করে ; পুত্র দুঃসময় দেখিলে ক্ষুণ্ণ হয়, পিতার সময়াসময় বুঝে না, আপন প্রার্থনা পূর্ণ না হইলেই অনর্থ করে, অতি কষ্ট বোধ করে ; কিন্তু যাঁহার মন পুত্রের বদনারবিন্দ অবলোকন করিতে পাইলে সকল বিপদ, সকল বাধা, সকল দুঃখ অতিক্রম করিয়া সদা প্রসন্নভাবে অবস্থিতি করে, এমন শুভকারিণী জননী অপেক্ষা জগতে গুরু কে আছে ? তাঁহাকে ব্যতীত প্রীতি, ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে কাহাকে পূজা করিতে ইচ্ছা হয় ? জগতে এমন কেহই নাই ! এই অসীম ধরণীমণ্ডল, এই নিখিল-বিশ্ব, এই ত্রিলোক মধ্যে এমন কাহাকেও দেখিতে পাই না যাঁহাকে জননী অপেক্ষা পূজনীয়া ও বন্দনীয়া জ্ঞান করি। যদি এই বিশ্বসংসারে দেবতা বলিয়া পূজা করিবার কেহ থাকেন, তবে তিনি জননী। যাঁহার শ্রীচরণরেণু কি বাল্য, কি কৈশোর, কি যৌবন, কি বার্দ্ধক্য, কি ধন কষ্ট, কি শারীরিক স্বাস্থ্যভঙ্গ সকল অবস্থাতেই আমাদিগের অশেষ শুভপ্রদ হইয়া থাকে। দুঃসহ রোগ যন্ত্রণায়, অতীব বিপদ সময়ে, অতিশয় কষ্টের অবস্থাতে যাঁহার পবিত্র নাম একমাত্র শরণ্য ; লোক যতই পাষণ্ড হউক, যত বড় দুর্দ্দান্ত হউক, যতই নিষ্ঠুর হউক, কষ্টের সময় "মা !" এই সুমধুর নামটী সকলকেই উচ্চারণ করিতে হয়।

মাতার গুরু বলিয়া পিতাকে ভক্তি করি, মাতা পিতা, উভয়ের পূজনীয় এবং আরাধ্য বলিয়া ঈশ্বরকে পূজা করি; সৎপথে থাকিয়া মাতা পিতাকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করিলে ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন; তদন্যথায় তিনি বিরক্ত হইয়া থাকেন, এবং তাঁহার নিকট পাপী পদ বাচ্য হইতে হয়। এরূপ জনক জননী অপেক্ষা জগতে জীবের সারধন আর কি আছে? দেহমন সমর্পণ করিয়া যাঁহাদিগের সেবা করিলে ঐহিক এবং পারত্রিক সুখলাভ হয়, তাঁহাদিগের অপেক্ষা গুরু আর কাহাকে পাইব? এরূপ মাতা পিতার প্রতি ভ্রমেও যে ব্যক্তিরা মনোমধ্যে দ্বেষভাবকে স্থান দেয়, তাহাদিগের মত নারকী ত্রিজগতে খুঁজিয়া মিলা ভার? তাহাদিগের মুখাবলোকন করিলে পাপ হয়। তাহারা যত বড় ধনশালী, যতবড় বিদ্বান হউক, দেশ-হিতৈষী বলিয়া যতই গৌরব করুক, "বেয়ারিং" প্রণালী হইতে "হরণ" অন্তরীপ পর্য্যন্ত পৃথিবীর সমুদয় স্থানে ঢকারবে তাহা-দিগের নাম প্রতিধ্বনিত হউক, তাহাদিগকে আমার মত ক্ষুদ্র-লোকে তৃণ তুল্যও জ্ঞান করে না। তাহাদিগের ঐশ্বর্য্য, তাহাদিগের বিদ্যা, তাহাদিগের যশ, তাহাদিগকেই শোভা পাউক। আমি কিন্তু মূর্খ, নির্ধন এবং সাধারণের অপরিচিত থাকিয়া পরমারাধ্য ভক্তিভাজন জনক জননীর সেবাশুশ্রূষায় জীবনকাল অতিবাহিত করিয়া মানবজন্ম সার্থক করিতে পাইলে আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করি।

জন্মভূমির প্রতি প্রবাসী।

"Such is the patriot's boast, wherever we roam,
His first, best country ever is at home."

Goldsmith.

আমি প্রবাসী—যে গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়া বাল্যকাল ক্ষেপণ করিয়াছি, সে গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া অর্থোপার্জ্জনের জন্য এক্ষণে নগরে অবস্থিতি করিতেছি। এখানে সুন্দর অট্টালিকায় বাস করি, সকাল সকাল সুভোজ্য ভোজন করি, দশটা হইতে চারিটা পর্য্যন্ত নিয়মিত পরিশ্রম করিয়া কার্য্যাবসানে বাসায় আসিয়া শ্রান্তিদূর করি। নাগরিক অপূর্ব্বশোভা দেখিয়া নয়ন পরিতৃপ্ত করি। সায়ংকালে যখন জাহ্নবীতীরে পাদচারণ করিতে যাই, তখন নানান্‌বেশে নানান্ মূর্ত্তি, নানান্ প্রকৃতির কতশত লোক দেখিতে পাই। কোথাও শকটচক্রের ঘর্ ঘর্ শব্দ, কোথাও যোজনব্যাপী বিবিধ যন্ত্রের ভোঁ ভোঁ ধ্বনি, কোথাও বাষ্পীয় শকটের দ্রুত গমন শব্দ শুনিতে পাই। কোথাও সেতার এসরাজ মিশ্রিত বামাকণ্ঠ স্বর পথিকের মন মুগ্ধ করে। কোথাও ক্রীড়া, কোথাও হাস্য পরিহাস, কোথাও বা—সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর শ্রমজীবীদিগের গান শুনিয়া মনের কতই আনন্দ জন্মে। সম্মুখে সুরধুনী শুভ্রফেনপুঞ্জ বক্ষে ধারণ করিয়া মৃদুমন্দ সমীরণ সহ ক্রীড়াপরায়ণা বালিকার ন্যায় তরঙ্গ খেলা খেলিতে থাকেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরণী মধ্যে সন্ধ্যার দীপ গুলি ভাগীরথীর তরঙ্গান্দোলনে

দুলিতে দুলিতে ভ্রাম্যমান খদ্যোতের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভায় মনোমোহিত করে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া একটু রাত্রি হইলে বাসায় আসি। রাত্রির অপূর্ব্ব শোভা! নৈশ গগনে সুধাংশুর উদয়! তাহার বিমল কিরণজাল শুভ্র অট্টালিকা পংক্তির অঙ্গে পতিত হইয়া যেন মহানগরীকে হাসাইতে থাকে। অদূরে রাজপথের উভয় পার্শ্ববর্ত্তী শমী ও চম্পক বৃক্ষে সুমন্দমলয় মারুৎ-সঞ্চালন-জনিত পত্র সমূহের মধুর শব্দে শ্রবণ-যুগলের অতুল সুখ জন্মে। এ মহানগরীতে শিক্ষিত বন্ধু বান্ধবের অপ্রতুল নাই। তাঁহাদিগের সহবাসে কত সুখ! সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর শয্যায় অঙ্গ স্থাপনপূর্ব্বক সুনিদ্রায় ত্রিযামা অতিবাহিত করি। এখানে এত সুখ, এত সাচ্ছা, কিন্তু বলিতে পারিনা, তথাপি কেন আমার মন সেই সামান্য ক্ষুদ্র পল্লীর জন্য এত ব্যথিত হয়? সেই প্রান্তর বক্ষবিরাজিত গ্রামটীকে দেখিবার জন্য কেন এত ব্যাকুল হয়; সেই তৃণাচ্ছাদিত গৃহ সঙ্কুল সাধারণের অপরিচিত গ্রামটীকে দেখিবার নিমিত্ত কেন এত ব্যস্ত হয়; কেন সেই নির্ম্মল-সলিল নদের জলে স্নান না করিলে শরীর অসুস্থ বোধ করি; প্রাতঃকালে বায়স দলের কঠোর শব্দ শুনিতে কেন আমার মন প্রধাবিত হয়; গোষ্ঠগামী ধেনুবৎসের হাম্বাধ্বনি শুনিতে না পাইয়া কেন কষ্ট বোধ করে; কার্য্যানুরোধে দুই প্রহরের রৌদ্রে পদব্রজে ভ্রমণ ও পল্লী পার্শ্বের সেই বটবৃক্ষচ্ছায়ায় উপবেশন করিতে পাইলেও কেন সুখ বোধ করে; এমন ধুমধাম ছাড়িয়া সন্ধ্যা সময়ে কেন সেই দূরস্থিত নীচ লোকদিগের কুটীরনির্গত বালক বৃদ্ধ বনিতাদিগের মিশ্র কণ্ঠস্বর শুনিতে

এত ব্যগ্র হয় ; কেন সেই রামা শ্যামা প্রভৃতি কৃষীদিগের সামন্ত গল্প শুনিতে ইচ্ছা যায় ; সেই পল্লী বা তাহার নিকটস্থ কোন পল্লীর লোকের পরিচয় পাইলে কেন তাহাকে লইয়া আমার দুই দণ্ড কথা কহিবার সাধ হয় ; আমি প্রয়াগ, বারাণসী, অযোধ্যা, বাদ্রবারা প্রভৃতি পবিত্র পবিত্র নগরে, যেথানে সেথানে পরিভ্রমণ করি ; ইংলণ্ড, ফ্রান্স, গ্রীশ, রোম প্রভৃতি পৃথিবীর মধ্যে যত উৎকৃষ্ট স্থানে যাই, যত অপূর্ব্ব শোভা দেখি ; রমণীয় প্রস্রবণ, সুন্দর ভূধর, কুসুমিত কানন যাহাই দেখি ; ধনেশ্বর, ভূমীশ্বর, পৃথ্বীশ্বর যে হই না কেন, তথাপি দিগ্দর্শন যন্ত্রের শলাকার ন্যায় কেন আমার মন সেই এক দিকেই ছুটিতে চায় ?

এখানে পীড়িত হইয়া চিকিৎসাশাস্ত্রবিশারদ মহামহোপাধ্যায়দিগের দ্বারা চিকিৎসিত হইলেও কেন সেই নরঘাতক অশিক্ষিত চিকিৎসকদিগের হস্তে প্রাণ হারাইতে যাইতে ভয় হয় না ? বহু দিনের পর সেই স্থানে যাত্রা করিয়া বিংশতি ক্রোশ পথকে কেন বিংশতি পদ বলিয়া বিবেচনা করি ? আর প্রত্যাগমন কালেই বা কেন সেই পথকে বিংশতি সহস্র গুণ বিবেচনা হয় ? কে বলিতে পারে সে স্থানের এমন কি মোহিনী শক্তি আছে ? কি এমন অপূর্ব্ব গুণ আছে ? ভিন্নগ্রামবাসী সেখানে যাইয়া দুই দণ্ড থাকিতে কষ্ট বোধ করেন কিন্তু কেন আমি সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে তাহাকে অগ্রগণ্য বলিয়া জ্ঞান করি ? কে ইহার উত্তর দিতে পারেন ? স্বদেশানুরাগী যদি কেহ থাকেন তিনি অবশ্য বলিবেন, সত্য বটে তাঁহারও মন এরূপ হয় কিন্তু কেন হয়, তাহা তিনি বলিতে পারেন না ; তবে কে বলিতে পারে ? হাঁ মা জন্ম ভূমি ! তুমি কি কিছু বলিতে

পার? তোমার ক্রোড়ে শয়ন করিয়া কেন আমি জননীর হস্তাবমর্ষণ সুখ অনুভব করি? তোমার প্রত্যেক বৃক্ষ, প্রত্যেক লতা, প্রত্যেক তৃণ তোমার প্রত্যেক জিনিষকে কেন আমি জগতের তত্তৎ জাতীয় বস্তু অপেক্ষা অধিক রমণীয় দেখি? তোমার বিহঙ্গম রব, তোমার জল, তোমার অনিল, তোমার চন্দ্র, তোমার সূর্য্য, তোমার সকল সামগ্রীতে আমার কেন এত স্নেহ? তোমার নিন্দা শ্রবণে কেন আমার অঙ্গ জ্বলিয়া উঠে? তোমার অঙ্গরাগ, তোমার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়া তোমাকে ধরাগ্রগণ্য করিতে কেন আমার এত ইচ্ছা হয়? তোমার সহিত আমার সম্বন্ধ কি? যখন এই পঞ্চভৌতিক পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া "আমি" পলায়ন করিব, যখন সমস্ত পৃথিবীকে ত্যাগ করিব, সেই সঙ্গে তোমাকেও ত্যাগ করিব। তবে কেন এত ভালবাসা কিছু বলিতে পার? বিধাতা তোমায় বাক্‌শক্তি দেন নাই, যদি দিতেন বোধ হয় ঠিক এই কথা গুলি বলিতে;—জননী জঠর হইতে বহির্গত হইয়াই সর্ব্বাগ্রে তোমার ক্রোড়ে আশ্রয় লইয়াছি; তোমার জলে, তোমার বায়ুতে, তোমার খাদ্যে জীবন ধারণ করিয়া শরীরের ক্রমোন্নতি লাভ করিয়া মনুষ্য নাম গ্রহণের যোগ্য হইয়াছি। যখন ভূগোল পড়ি নাই, যখন আসিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা কিছুরই খবর জানিতাম না, কোন দেশের কথা শুনিনাই, কোন দেশের লোককে চিনিতাম না, তখন তুমিই আমার সমস্ত পৃথিবী বলিয়া জ্ঞান ছিল, তোমাতে যে কেহ ছিল, সেই আমার প্রথম পরিচিত, সেই আমার বাল্য সহচর। সে সময় যা দেখিয়াছি, তাই কুবৃত্তি শূন্য অমল মানসদর্পণে প্রতিফলিত হইয়া রহিয়াছে, যা

শুনিয়াছি, তাই আমার কর্ণে লাগিয়া রহিয়াছে, তখন যা দেখিয়াছি, যা শুনিয়াছি তাই দেখিতে, তাই শুনিতে আমি ভাল বাসি। অজ্ঞান বাল্যকালে তোমাকে বই জানিতাম না তোমা ভিন্ন শুনিতাম না, সুতরাং তোমাকে এত ভাল বাসি। পরিবার পালনের জন্য অর্থ উপার্জ্জন করিতে তোমাকে ছাড়িয়া দূরে আসিয়া পড়িয়াছি, কিন্তু তোমাকে দেখিতে, তোমার আশ্রয়ে থাকিতে আমার বড় সাধ। এই আশীর্ব্বাদ করিও, সংসার জ্বালা যন্ত্রণা এড়াইয়া যখন একটু অবসর পাইব, তখন যেন তোমাকে না বিস্মৃত হই।

অসার কে?

"All upstarts insolent in place,
Remind us of their vulgar race."

Gay.

পৃথিবীতে অসার কে? মনুষ্যের ন্যায় হস্তপদাদি লইয়া মনুষ্য বলিয়া পরিচয় দিবার অযোগ্য কে? কন্দর্পকান্তি হইয়াও নিকৃষ্ট অস্পৃশ্য জীব অপেক্ষা হেয় কে? বিদ্যায় সরস্বতী, বুদ্ধিতে বৃহস্পতি হইয়াও জনসমাজে অনাদরণীয় কে? বিপুল বিত্তের অধিপতি হইয়াও সমাজের কণ্টক তুল্য কে? রাজদ্বারে অতুল সম্মানিত হইয়াও সাধারণের অভক্তি ভাজন কে?

যে ব্যক্তি ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়া পরম শোভনীয় বিনয়-গুণে আপনাকে সাজাইতে না পারে, পদগৌরবের গরিমায় যে আপন অপেক্ষা নিম্নপদস্থ ব্যক্তিদিগকে উপযুক্ত সম্ভ্রমের সহিত

ব্যবহার না করিয়া মনুষ্য অপেক্ষা নিকৃষ্ট শ্রেণীস্থ জীবের ন্যায় জ্ঞান করে, তাহাদিগের সহিত বাক্যালাপে যে আপন মর্য্যাদার অপচয় জ্ঞান করে; চাটুকারিতা দ্বারা স্বীয় প্রভুর মনস্তুষ্টি জন্মাইবার উদ্দেশ্য ব্যতীত যে ব্যক্তি বিনয় ও শিষ্টাচারের পাঠ অভ্যাস করে না; যে ব্যক্তি আপনা আপনি বড় হইবার ইচ্ছায় নিয়ত পেচকের ভাব অবলম্বন করিয়া থাকে, আর কেবল স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদিগকে সহস্র সহস্র চাটুবাক্য প্রয়োগ করিয়াও তৃপ্তি লাভ করিতে পারে না, যে ব্যক্তি করযষ্টি-অবলম্বী, চির পরিধিত বৃদ্ধ, অন্ধ, খঞ্জ দিগের বিনয়-প্রার্থনা-বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া, তাহাদিগের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া বারাঙ্গনা ভবনে গিয়া সুরাদি মাদক দ্রব্যের জন্য অকাতরে মুক্ত হস্তে অর্থব্যয় করে, পরদুঃখে যাহার মন আর্দ্র হয় না; অনাথ দীনহীন নিরাশ্রয় বালক বালিকাদিগকে রুক্ষ জীর্ণ-শীর্ণ অনাবৃত অঙ্গে উদরান্নের জন্য ভিক্ষা করিতে দেখিয়া যাহার চক্ষে একবিন্দু অশ্রু না আইসে, পরম ভক্তি-ভাজন ইহলোক-দেবতা স্নেহময় জনক ও সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমতী করুণা জননীকে যে না মনের সহিত ভক্তি করে, এবং তাঁহাদিগের সেবার জন্য আপনার দেহ, মন, এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত অকুণ্ঠিত ভাবে পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত না হইতে পারে বা তাহাতে কষ্ট বোধ করে; পতিপ্রাণা সরলা সহধর্ম্মিনীর বিশুদ্ধ প্রণয়ে জলাঞ্জলি দিয়া যে ব্যক্তি পশুজাতীয় আমোদের জন্য বারবিলাসিনী সহবাস বাঞ্ছনীয় বোধ করে; যে ব্যক্তি পতিপুত্র বিহীনা স্ত্রী, অনাথ মাতৃ পিতৃ বিহীন বালক বালিকা কিম্বা অপর কোন সরলমনা ব্যক্তিকে প্রবঞ্চনা দ্বারা বিষয়ে বঞ্চিত করিবার জন্য শঠতা জাল

বিস্তারে, সামান্য অকিঞ্চিৎকর অর্থোপার্জ্জনের ভবে অমূল্য নরজন্মসার পরলোকসম্বল ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দেয়; যে ব্যক্তি জগদারাধ্য পরমকরুণাকর জগদীশ্বরে বিশ্বাস না করিয়া অকাতরে পাপকার্য্য করিতে মনে কষ্ট বোধ না করে; সে ব্যক্তি যত বড় বিদ্বান, যত বড় বুদ্ধিমান, যত বড় মানী, যত বড় ধনী, যত বড় রূপবান, যত বড় গুণবান্ হউক সে ব্যক্তি অতীব হেয়, অতীব ঘৃণ্য, তাহার তুল্য অসার আর কেহ নাই। তাহার ধন, তাহার রূপ, তাহার অঙ্গ শোভা তাহাকেই থাকুক! সে ব্যক্তি মনুষ্য শ্রেণীতে গণ্য হইতে, মনুষ্য নামগ্রহণে, যোগ্য হইতে কখনই অধিকারী হইতে পারে না।

সুখী কে?

"Be happy, then and learn content:
Nor imitate the restless mind,
And proud ambition of mankind."

Gay.

একথার মীমাংসা বড় সহজ নহে। এ বিষয়ে নানা মুণির নানা মত। কেহ বলেন ধনী সুখী, কেহ বলেন নির্ধনী সুখী, কেহ বলেন সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীই সুখী। কিন্তু দেখ অতুল অপূর্ব্ব সৌধশিখরবাসী হইতে সামান্য তৃণাচ্ছাদিত কুটীরবাসী পর্য্যন্ত সকলেই সুখের অন্বেষণ করিতে ব্যস্ত; কেহই আপন অবস্থায় সুখভোগী নহে। রাজাকে জিজ্ঞাসা কর, উত্তর পাইবে, তিনি রাজ্যশাসনের অসহ্য চিন্তার যাতনা ভোগ

করেন, নির্ধনীকে জিজ্ঞাসা কর উত্তর পাইবে, ধন চিন্তায় তাহার শরীর মন নিস্তেজ, সংসারের জালায় তাহার অস্থি চর্ম্ম সার, সংসার তাহার পক্ষে ভার মাত্র, পরলোকই তাহার সকল দুঃখের অবসানালয়, মৃত্যুই তাহার একমাত্র শরণ্য। যেদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর, যাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর উত্তর পাইবে, সকলেই সুখের জন্য লালায়িত। রাজা সুখের জন্য রাজ্য শাসন ভার গ্রহণ করেন; বণিক সুখের জন্য বহুল উত্তালউর্ম্মী সংকুল বারিধি গর্ভ শায়ী পর্ব্বত শৃঙ্গের উপরি বহিত্র ভাসাইয়া বহু দূরবর্ত্তী মহাদেশে গমন করেন; কেরাণী বাবু সুখের জন্য ১০টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত সাহেবের বিকট মুখ ভঙ্গি তাড়না সহিয়া শুষ্কশোণিতদেহে মস্তকের ঘর্ম্ম দ্বারা চরণতল ধৌত করেন; ডাক্তার বাবু সুখের জন্য আপনার স্বাস্থ্য লক্ষ্য না করিয়া আহার নিদ্রা ত্যাগে পরের স্বাস্থ্য জন্য দিবা রাত্রি ছুটাছুটী করেন; মাষ্টার বাবু সুখের জন্য ১০টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত অনর্গল বাক্য ব্যয় করিয়া পরের ছেলের জন্য জানিয়া শুনিয়া কাশাদি প্রাণ নাশক রোগের শরণ লইতে কুণ্ঠিত হয়েন না; পুলিসের বাবু সুখের জন্য চব্বিশ ঘণ্টা আপনার দেহ প্রভুর নিকট বিক্রয় করিয়া বসিয়া আছেন; কৃষক সুখের জন্য ভাদ্রের রৌদ্রে, পৌষের শীতে মাঠে মাঠে ভ্রমণ করে; ভিক্ষুক সুখের জন্য এক মুষ্টি ভিক্ষার তরে গৃহস্থের বাড়ী বাড়ী ভ্রমণ করে; কিন্তু কি আশ্চর্য্য! যে সুখের জন্য এত কষ্ট, এত লাঞ্ছনা, সে সুখ এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাহাদিগকে দেখা দেয় না। এ দুঃখ মানবের দোষে—সুখের দোষে নয়। কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়াছেন কস্তুরিকা স্বীয় নাভি স্থিত সৌরভে

আকুল হইয়া সেই সুরভি দ্রব্যের অন্বেষণে নানা স্থানে দৌড়া-দৌড়ি করে, অজ্ঞান মানবও তদ্রূপ ভ্রান্ত, সুখরূপ অমূল্য রত্ন তাহার অন্তরেই আছে কিন্তু দেখিতে না পাইয়া এদেশ ওদেশ নানাদেশ ছুটাছুটী করে।

আমি যে এত কথা বকিয়া আসিলাম, আমার প্রস্তা-বোক্ত কথাটীর এখনও মীমাংসা হইল না, জগতে সুখী কে? মনে করিলে তুমি আমি সকলেই সুখী। কেহ কেহ বলেন যেমন আলোকের নিবৃত্তি অন্ধকার, ঝটিকাের নিবৃত্তিই শান্তি, সেইরূপ দুঃখের নিবৃত্তিই সুখ। ধনীর ধন আছে ধন লাল-সার নিবৃত্তি নাই, তিনি সুখী হইতে পারিলেন না; নির্ধনীর ধন নাই, ধন লালসাও আছে সুতরাং সে কেমন করিয়া সুখী হইবে; মধ্যবিত্ত ব্যক্তি দুসন্ধ্যা দুমুঠা খাইতে পান, কিন্তু ধনীর ন্যায় বিলাস ভোগেচ্ছার নিবৃত্তি নাই, মধ্যবিত্ত ব্যক্তিও সুখী হইতে পাইলেন না; পৃথিবীর সকলেরই একাংশের বা অন্যাংশের দুঃখ নিবৃত্তি নাই সুতরাং তাহারা সুখী নহে। সর্ব্বাংশে দুঃখ নিবৃত্ত ব্যক্তি পৃথিবীতে অতি বিরল। সুতরাং এই জগতে সুখী ব্যক্তির সংখ্যাও অতি কম। কেহ বলেন, ইচ্ছার পরিপূরণই সুখ। একথা বড় সহজ নহে। কোন্ রাজার ইচ্ছা নাই যে তিনি সসাগরা ধরিত্রির অধীশ্বর হয়েন, কোন্ বণিক না কুবেরত্ব পাইতে অভিলাষী, কোন্ মধ্যবিত্ত ব্যক্তি ইচ্ছা না করেন যে তিনি অতুল ঐশ্বর্য্যশালী হন, কোন্ নির্ধ-নের ইচ্ছা নাই যে সে ধনী হয়। তবে কাহারও ইচ্ছার পরি-পূরণ হইল না, সুতরাং কেহ সুখী হইতে পারিল না। তবে যে ব্যক্তি আপন অবস্থায় পরিতৃপ্ত থাকিয়া নূতন অভাব সৃষ্টি

না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারে সেই সুখী, যাহার অভাব থাকে সে কখন সুখী হইতে পারে না। অভাব সৃজন মানব মনের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। যাহার সংসার স্বচ্ছন্দে চলে, পরিবারের ভরণ পোষণ জন্য যাহাকে স্বদেশ ছাড়িয়া দেশান্তরে অর্থোপার্জ্জন জন্য যাইতে না হয়, পরের সৌভাগ্য দর্শনে যাহার মনে হিংসার উদ্রেক না হয়, ধর্ম্মের সরল পরিষ্কার পথ ছাড়িয়া যে ব্যক্তি ভ্রমেও অধর্ম্মের দিকে পদার্পণ না করে, যে ব্যক্তি দিনান্তে ধর্ম্ম চিন্তার পর আপনার ক্ষুদ্র পরিবার ভুক্ত সকলকেই প্রফুল্ল মুখে দেখে, সে ব্যক্তির অপূর্ব্ব অট্টালিকা, অতুল ঐশ্বর্য্য, দাস দাসী না থাকিলেও সে পরম সুখী। কিম্বা যে ব্যক্তি সংসারের মায়া মোহ একেবারে কাটাইতে পারে, যাহার মন সংসার পিঞ্জরের চাকৃচিক্যের দিকে একবারের জন্যও ফিরিয়া চায় না, কেবল পবিত্র সৎক্রিয়া সলিলে অবগাহন করিয়া ইহজন্ম সার ঈশ্বর-তত্ত্ব-সুধা পানে নিযুক্ত থাকিতে পারে সেই ব্যক্তিই সুখী। এই মহা মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াই ঈশ্বরাবতার বুদ্ধদেব নবীন কৈশোর দশায় পিতা, মাতা, স্ত্রী, রাজ্য, ধন পরিত্যাগ করিয়া জগৎ মাতাইয়া গিয়াছিলেন। তাই বলি যদি সংসারে থাকিয়া সুখী হইতে চাও বিলাস ভোগ বাসনা পরিত্যাগ কর, মোটা ভাত মোটা কাপড়ে সন্তুষ্ট থাক, প্রাণান্তেও অবস্থাতিরিক্ত লোভ করিও না। যদি কর, জানত আশার নিবৃত্তি নাই, লালসা শিখা উত্তেজনা পাইয়া উত্তরোত্তর প্রজ্বলিত হইতে থাকিবে, দিন দিন জ্বালা বাড়িবে, পুড়িয়া ভষ্ম হইয়া যাইবে, শান্তি কেমন জানিতেও পারিবে না।

" Whatever we do, we should keep up the cheerfulness of our spirits, and never let them sink below an inclination at least to be well pleased."

Addison.

আমি নির্ধন;—আমার ধন নাই, আমি ভূলোকে ইন্দ্রালয়-প্রতিম অট্টালিকায় শয়ন করিতে পাই নাই; অমৃতাদি সুর-ভোজ্যের মত দ্রব্যাদি ভক্ষণ করিয়া রসনা তৃপ্ত করিতে পারি নাই; সুকোমল সুখশয্যায় অঙ্গ বিস্তার করিয়া নিদ্রা যাইতে পাই নাই; তারকাকুল-গঞ্জনা অমূল্য-রত্ন-রাজি-খচিত সুরম্য পরিধানে অঙ্গ আবরণ করিতে পারি নাই; মত্ত হইয়া বিজাতীয় সুখ ভোগ করিতে পারি নাই। আমি তৃণাচ্ছাদিত সামান্য গৃহে বাস করি; অর্দ্ধ-পক্ক শাকান্নে জীবন ধারণ করি; বন্ধুর শয্যায় শয়ন করিবা মাত্রই অঘোর নিদ্রায় অভিভূত হই; ভৃত্যসঞ্চালিত পাখার বাতাসে, সুগন্ধ গোলাপ কর্পূরবাসিত জলে মস্তক ভিজাইয়া আমাকে নিদ্রাদেবীর উপাসনা করিতে হয় না; আমি সাটিন কিংখাপের পোষাক পরিধান করিতে পাই নাই, কাশ্মীরি শাল ডবল চোগা গায়ে রাখিয়া, পায়ে মোজা হাতে দস্তানা পরিয়াও পোষের শীতে আমাকে কম্পিতাঙ্গ হইতে হয় নাই, মোটা লংক্লাথের চাদরের নীচে একটা সাদা পিরান দিয়া আপন দুঃখ চিন্তা করিয়া বেড়াই। আমার প্রয়োজন হইলে দশ ক্রোশ চলিয়া গিয়া থাকি। আমি সামান্য বারাঙ্গনা প্রণয়ে বিমুগ্ধ হইয়া হৃতসর্ব্বস্ব হইতে জানি নাই, কিন্তু সাংসারিক চিন্তায় একটু কষ্ট বোধ হইলে অলোক-মাধুরী আশা-সুন্দরীকে লইয়া নিভৃতে বিহার করিতে পাই।

কখন সুরাপান করি নাই, অবকাশ পাইলে ঈশ্বর-তত্ত্ব-সুধা পান করিয়া বিভোর হই, ইহাতে আমাকে কেহ মাতাল বলে বলুক—তায় ক্ষতি কি? ধনীতে আমাতে অনেক প্রভেদ, তবে কি আমি সুখী নই? আমি প্রাতঃকালে উঠি, সমস্ত দিন খাটি, দুটাকা পাই, তাহাতে পরিবার প্রতিপালন করি; সায়াহ্নে দৈনিক কাজ সমাপন করিয়া কুটীরে আসি, সহধর্ম্মিণী সমস্ত দিন অদর্শনের পর আমাকে দেখিতে পাইয়া অবগুণ্ঠন মধ্যে মুখ খানি লুকাইয়া একটু মৃদু হাসি হাঁসে, প্রিয় পুত্রগণ পরস্পরে ভালবাসা পাইবার হিংসা করিয়া দৌড়িয়া আসিয়া কেহ কাপড় ধরে, কেহ কোলে উঠিতে চাহে, কেহ তাহা না পাইয়া তাহার প্রসূতির পানে চাহিয়া কাঁদিতে থাকে। তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিয়া মুখ হাত ধুইয়া পাড়া প্রতিবাসী যদি কেহ না জুটিল, তবে গৃহিনী গৃহ মধ্যে অর্দ্ধাবগুণ্ঠনে, আর আপনি বাহিরে ছোট ছোট ছেলে গুলিকে লইয়া নানা গল্প করি, আবশ্যক হইলে সেই গল্পে কোন ছেলেকে ভয় দেখাই, কাহাকেও হিতোপদেশ প্রদান করি, এবং মধ্যে মধ্যে গৃহিনীর মনরক্ষার জন্য, ছেলেরা না বুঝিলেও তাহাদিগকে উপলক্ষ করিয়া, রাজকন্যার সহিত নগরপালের প্রণয় ও তাহার বীভৎস পরিণামফলের কথা গল্প করি। সেরূপ শান্তির সময়ে আমাকে লাট গঙ্গামণ্ডলের খাজানা না দেওয়া ও প্রজা সকলের অবাধ্যতা নিবারণের উপায় স্থির করিবার জন্য উকীল ব্যারিষ্টারের বাটী দৌড়াদৌড়ি করিতে; বা পরিবারস্থ কোন ভ্রাতাকে পরিণামে পৈতৃক সম্পত্তি লাভে বঞ্চিত করিবার জন্য উদ্বিগ্ন-মস্তিষ্ক হইতে হয় না; কিম্বা সমকক্ষ কাহাকেও অধঃকৃত করিবার জন্য

আমি শরীরের শোণিত গরম করি না। আমার অবস্থা কাহারও হিংসনীয় নহে। আমার মৃত্যুতে সমাজের উচ্চ শ্রেণীর কোন লোকের উন্নতির পথ উন্মুক্ত হইবে না, বা নিম্ন শ্রেণীস্থ কাহারও আহ্লাদ জন্মিবে না। আমি উভয়ের কাহারও মধ্যে নাই, বরং শারীরিক শ্রমে সাধ্যানুসারে ভাল করিতে পারিলে ছাড়ি নাই। এই কোলাহল পূর্ণ মহা ধূমধামের জগতে আমার নাম ঢক্কারবে বাজে নাই, বাজাইতেও চাই না। সুতরাং আমার মৃত্যু আমার পরিবারবর্গ বা দুই চারি জন প্রতিবাসী ব্যতীত কেহ জানিতে পারিবে না। ইহাতেও আমি সুখী; আমার তুল্য সুখী জগতে কেহ আছে কি না ভাবিয়া স্থির করিতে পারি নাই। সেই বিশ্বস্রষ্টা, সর্ব্বনিয়ন্তা পরমপুরুষকৃত যে যে বস্তু, তাহাতে সাধারণের সমান অধিকার আছে, তাঁহার কাছে কি ধনী, কি নির্ধন, সকলেই সমান। তাঁহার সৃষ্ট শান্তিদায়ক সুমন্দ মলয়ানিল, সুখদ রবিকিরণ, কুসুম সৌরভ, শ্রবণানন্দ দায়ী বিহঙ্গম গান, যাবতীয় বিশ্বশোভা তাঁহার বিশ্বরাজ্যের সকল প্রজারই সমভোগ্য। তিনি মনুষ্যকে যাহা যাহা প্রদান করিয়াছেন তাহাই প্রকৃত সুখের উপাদান। এই স্বাভাবিক সুখে সকলেই সুখী হইতে পারে। সংসার বিরাগী সন্ন্যাসীর ধন কোথায়? ঐশ্বর্য্য কোথায়? রম্য অট্টালিকা কোথায়? সুখ শয্যা কোথায়? তবে কি সে আপন অবস্থায় সুখী নয়? অর্থেই ঐহিক সুখ যে বলে বলুক, যে অনর্থ অর্থা-ন্বেষণে অমঙ্গলের দ্বার মুক্ত করিতে চায়, করুক; তাহার সুখ তাহাকেই থাকুক; আমি তেমন সুখ চাই না। আমি বলি, আমার মত নির্ধনই সুখী।

কে কার ?

কস্তে কান্তা কস্তব পুত্রঃ
সংসারোহয় মতীব বিচিত্রঃ
মায়াময়মিদ মখিলং হিত্বা
ব্রহ্মপদং প্রবেশানুবিদিত্বা।

সকলই পরিবর্ত্তনশীল ;—ইহ জগতে কিছুই চিরকাল একরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। ক্ষুদ্রতম কীটাণু হইতে প্রকাণ্ড হস্তী পর্য্যন্ত, এবং সূক্ষ্মতম পরমাণু হইতে পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ নক্ষত্র পর্য্যন্ত যা কিছু দেখ কিছুই চিরদিন সমান থাকে না। কাল সহকারে গভীর জলধিগর্ভ গিরি শৃঙ্গ, এবং গিরি শৃঙ্গ জলধিগর্ভে পরিবর্ত্ত হইতেছে। সিংহ শার্দ্দূলাদি বৃহৎকায় ভুজঙ্গমসমাকুল নিবিড় অরণ্যও সুরম্য সৌধে এবং সুচিক্কণ চিত্তরঞ্জন সুরভবন তুল্য হর্ম্ম্যরাজি বিরাজিত জনস্থানও দুর্গম কান্তারে পরিণত হইতেছে। আবার তৃণ জল শূন্য ভয়াল মরু প্রদেশ ও পল্লী পংক্তি পূর্ণ হইতেছে এবং কৃষিযোগ্য হরিদ্বর্ণ ক্ষেত্র বেষ্টিত জনস্থানও মরুভূমি হইতেছে। নদী শস্য ক্ষেত্র হইতেছে ; শস্য ক্ষেত্র নদী হইতেছে। যা কিছু দেখ, কালে কিছুই এক প্রকার থাকে না। এই যে অসীম ভূমণ্ডল, চন্দ্র, সূর্য্য নক্ষত্র সকল দেখিতেছ, অতি বড় বিচক্ষণ দার্শনিকেরাও যাহার বিষয় আজি পর্য্যন্ত অবধারিত করিতে পারেন না, কালে সকলই বিনষ্ট হইবে। যে বস্তু সৃষ্ট হইয়াছে নিশ্চয়ই তাহা নষ্ট হইবে ; তাহা কোনমতে কাহারও দ্বারা খণ্ডিত হইবার নহে। যাহার জন্ম হইয়াছে, নিশ্চয়ই

তাহার ধ্বংস হইবে। ক্ষুদ্র মক্ষিকা, তুমি, আমি যখন জন্ম গ্রহণ করিয়াছি তখনই মৃত্যু অবধারিত হইয়াছে। আজি হউক কালি হউক তাহা ঘটিবেই ঘটিবে ;—এই ভঙ্গুর দেহকে যত যত্ন কর, যতই সাজাও, যতই যা কর—কোনমতে চিরস্থায়ী হইবার নহে। এক দিন না এক দিন প্রাণ পক্ষী দেহ পিঞ্জর কাটিবেই কাটিবে। পক্ষীকে যত কেন ভালবাস না, যত কেন যত্ন কর না, যত কেন উপাদেয় খাদ্য দাওনা কিছুতেই পোষ মানিবার নহে। গৃহস্থের পোষা পাখী একবার শিকল কাটিলে, একবার উড়িলে, প্রতিপালক মিষ্টস্বরে তুষ্ট করিয়া ডাকিলে, আহার দেখাইলে লোভে পড়িয়া ফিরিতে পারে, কিন্তু এ পাখী একবার উড়িলে কোথায় যাইবে দেখিতে পাইবে না ; প্রতিপালক হাজার ডাকুক, হাজার মিনতি করুক, পাখী ভগ্ন পিঞ্জরের দিকে বারেক চাহিয়াও দেখিবে না—উধাও হইয়া কোথায় যাইবে তাহার ঠিকানা করিতে পারিবে না। ভাই, ভগিনী, স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু, বান্ধব সকলকে ফাঁকি দেখাইয়া তুমি চলিয়া যাইবে, কেহই তোমায় রাখিতে পারিবে না। ভাই ভগিনীর স্নেহ, প্রিয়তমা প্রেয়সীর প্রণয়, প্রাণাধিক পুত্রকন্যার সুন্দর আননের মধুর হাস্য, প্রাণ সম বন্ধু বান্ধবের মিষ্ট সম্ভাষণ কিছুতেই তুমি ভুলিয়া থাকিবে না। প্রাণপণ যত্নে প্রভূত অর্থব্যয়ে ভাল পছন্দ করিয়া মনের মত যে শয়নগৃহ রচনা করিয়াছ, সুরম্য ফল লাভের আশায় বাল্য কিম্বা কৈশোরে, যে সকল বৃক্ষাদি রোপণ করিয়াছ, সে সমস্ত ছাড়িয়া যাইতে কত কষ্ট, কত দুঃখ বোধ হইবে, কিন্তু কিছুতেই তুমি ফিরিতে পারিবে না। তোমাকে এসকল ছাড়িয়া যাইতেই হইবে—তোমার

আত্মীয় বন্ধু বান্ধব তোমার সেই অসহ্য যন্ত্রণার কেহই অংশ লইবে না, কেহই তোমার সহিত যাইতে ইচ্ছা করিবে না। যে পরিবার প্রতিপালনের জন্য তুমি বৈশাখের দুরন্ত রৌদ্রে ঘর্ম্মাক্ত দেহে; পৌষের দুঃসহ শীতে কম্পিত কলেবরে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিতেছ, তাহারা তোমার কোথায় থাকিবে? তোমার দেহ হইতে প্রাণ বায়ু বাহির না হইতে হইতেই তোমাকে স্পর্শ করিতে ঘৃণা করিবে, তখন তাহারা আপনাপন কল্যাণের জন্য তোমার মৃত দেহের শত হস্ত অন্তরে দাঁড়াইবে। যত বড় ধনী হও, যত অর্থ সঞ্চয় কর, যত বড় সুখী হও, যত সৌখিন হও,—সেই সময়ে, তোমার স্বর্ণকান্তি দেহের লাবণ্য ঘুচিয়া মলিন হইবে, যে সূক্ষ্ম কেশ গুচ্ছে সুগন্ধি দ্রব্য লেপন করিতেছ তাহা ধূলি ধূসরিত হইবে; যে অঙ্গে কণ্টক বিদ্ধ হইলে সমস্ত দিন কত কষ্টে অতিবাহিত হয়, সেই সোণার দেহ প্রজ্জ্বলিত চিতায় আরোপিত হইবে। সমস্ত সম্পত্তি, সমস্ত বিষয় বিভব পড়িয়া থাকিবে, কিছুই সঙ্গে যাইবে না। যেমন আসিয়াছ তেমনি চলিয়া যাইবে। বলিতে পার জগতে তোমার যত প্রিয়বস্তু আছে তাহাদের কিছু কি তোমার সঙ্গে যাইবে? যখন তোমার হৃদয়ে ঘনঘন শ্বাস বহিতে থাকিবে, ইন্দ্রিয়গণ অবশ হইবে, যে চক্ষে একবার ঝাপসা দেখিতে কষ্ট বোধ কর, যে কর্ণে একটু শ্রবণ হ্রাস হইলে অশেষ যাতনা মনে কর, যে ত্বকের স্পর্শ শক্তি হ্রাস হইলে কত অসুখ জন্মে, যে হস্ত পদাদি কিছুক্ষণ অবশ থাকিলে জীবন কেবলমাত্র বিড়ম্বনা বোধ কর, সে হস্তপদাদি একবারে অসাড় অনড় হইলে কত যাতনা! যে পুত্র কন্যা, আত্মীয় স্বজনদিগকে ছাড়িয়া

কিছুদিন বিদেশে থাকিলে তাহাদিগের পুনর্দ্দর্শনের জন্য অশেষ আগ্রহ জন্মে, তাহারা সকলে সজল নয়নে রোদন করিতে থাকিবে, আর তাহাদিগকে জন্মের মত ছাড়িয়া তোমাকে কোন্ অপরিচিত স্থানে যাইতে হইবে, মনে কর সে সময় কি ভয়ানক! এমন ঘোর বিপত্তিকালে যদি কেহ তোমার সহায় নাই, তবে কে তোমার আপনার? যদি তুমি তোমার কোন আত্মীয় ব্যক্তির মুমূর্ষ কালে তাঁহার নিকটে দণ্ডায়মান হইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া থাক; বল দেখি, তাঁহাকে তোমার যতই কেন আপনার বলিয়া পরিচয় দাওনা, তাঁহার সেই অসহনীয় যন্ত্রণাজনিত অঙ্গবিকৃতি দেখিয়া তোমার কি মনে ত্রাসের সঞ্চার হয় না? স্নেহের পরাকাষ্ঠা নিবন্ধন যদিও মনে কর নিজ জীবন দানেও আত্মীয়ের যাতনা দূর করিতে কুণ্ঠিত নও, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তৎক্ষণাৎ তোমার তাদৃশ অবস্থা উপস্থিত হইলে আত্মজীবন উৎসর্গ করিতে পার? বোধ হয় কখনই নয়। তবে তুমিই বা কাহার? তাই বলি এ জগতে কেহ কাহার নয়। আচ্ছা;—তবে কি মানবের এ দুর্দ্দৈবের সময়ে আপনার বলিতে কেহই নাই; বেশ করিয়া দেখ—যদি পরম ভক্তিভাজন ভূলোক-দেবতা জনক জননী, প্রিয়তম পুত্র কন্যা, প্রণয়প্রতিমা বনিতা কেহই থাকিবে না, তবে আর কে থাকিবে? সেই অতি বিপদের দিনে, সেই পরম পুরুষ যিনি জননিজঠর হইতে তোমাকে, আমাকে, রাজাকে, সমভাবে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন তিনিই সে সময় বিপদে নিরাপদ করিবেন।

যৌবনে বাল্যের অনুশোচনা।

" Hours of my youth! when, nurtured in my breast ;
To love a stranger, friendship made me blest ;—
Friendship, the dear peculiar bond of youth,
When every artless bosom throbs with truth. "

Byron.

আমি যুবা; বাল্যকাল অতিবাহিত করিয়াছি; শরীর ও হস্ত পাদাদি অবয়ব পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। কেহ আমাকে দেখিলে আর ছোকরা বা বালকটী বলে না; এখন আমি মনুষ্যের মধ্যে গণণীয় হইয়াছি; ছেলে বেলায় পরিবারস্থ অন্যান্য সকলের উপর বাপ, খুড়া, দাদা মহাশয়দিগের কর্ত্তৃত্ব ও সকল কার্য্যে তাঁহাদিগের স্বাধীনতা দেখিয়া, বড় হইবার যে সাধ হইত, এখন সে সাধ মিটিয়াছে। দশ টাকা উপায় করিতে শিখিয়াছি, বাল্যকালে সামান্য অর্থানাটন জন্য কর্ত্তৃপক্ষের নিকট প্রার্থনা করিলে, সে প্রার্থনা যদি না পূর্ণ হইত, মনে কত কষ্ট বোধ করিতাম, এখন সে সকল অভাব নাই। যাহার অভাব নাই তাহার অসুখ কিসের? তবে আমি সুখী? একজন ছেলে মানুষকে জিজ্ঞাসা করিলে সে হয়ত উত্তর দিবে "হাঁ" কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত; সত্য বটে হস্তপদাদি বর্দ্ধিত হওয়ায় মনুষ্য নামের যোগ্য হইয়াছি, কিন্তু কিসে নামের অনুযায়ী কার্য্য করিয়া তৎপদের গৌরব রক্ষায় সমর্থ হইব, অর্থাৎ সৎপথে থাকিয়া সদাচার দ্বারা সৎপথাচারী সাধুপুরুষদিগের

প্রীতিভাজন হইতে পারিব, কি উপায়ে সেই সর্ব্বনিয়ন্তা পরাৎপর পরম পুরুষের মঙ্গলকর নিয়ম সমুদায় সুপালন করিয়া অধর্ম্মের আপাতসুখদ পথে পদার্পণ করিয়া পাছে পরিণামে অনির্ম্মোচ্য বিপজ্জালে জড়িত হইতে হয়, এই চিন্তায় সদা শঙ্কিত থাকিতে হইয়াছে। স্বাধীনতার লেশ মাত্র নাই, অর্থোপার্জ্জনের জন্য অতীব অন্ত্যজেরও উপাসনা করিতে হয়। দশ টাকা উপায় করিতে শিখিয়াছি সত্য, কিন্তু তাহাতে এখনকার অভাব পূরণ হয় না। যে সংসার কাননের মহীরুহ সমূহের রবিকর-বিরোধী ঘনপল্লবিত শাখাগ্রে নয়নাভিনন্দন কুসুম দামের অসামান্য শোভা দর্শন করিয়া সুমন্দ মলয়ানিল বাহিত সুরভি সেবনে শরীর জুড়াইবার আশায় দূর হইতে দ্রুতপদে আসিতেছিলাম, তাহা বিফল হইল; নিকটে আসিয়া দেখি সিংহ শার্দ্দূলাদি হিংস্র জন্তুতে অরণ্য পরিপূর্ণ; মনুষ্য দেখিলে তাহারা বিকটাস্যভঙ্গিতে ভয় দেখায়। তাহাদিগের ভ্রূকুটী দর্শনে শোণিত শুষ্ক হইয়া যায়। যে কমনীয় কুসুম-শোভায় মোহিত হইয়া ঔৎসুক্য সহকারে দৌড়িয়া আসিলাম, নিকটস্থ হইয়া দেখি তাহা গন্ধ-বিহীন; যৌবনের সুখ কিছুই দেখিতেছি না। দূর হইতে যাহা দেখিয়াছিলাম, শুনিয়াছিলাম—সে সকলেই অলীক; এখন সংসার-ভারে কাতর, ধন-চিন্তায় মন নিয়ত বিব্রত, বিষয় কার্য্যে সর্ব্বদা ব্যস্ত, ক্ষণমাত্র বিশ্রাম নাই; তবে শান্তি কোথায়? মন আর বাল্যকালের ন্যায় নির্ম্মল নাই; নানা প্রকারে কলুষিত হইয়া পড়িয়াছে, সংসারের অসার অনুষ্ঠানে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। কুচিন্তা, কদাচারকল্পনা মনোমধ্যে লব্ধ-প্রবেশ হই-

য়াছে। এখন বাল্যকালের কথা মনে পড়িতেছে, সে সময়ের অমল সুখস্বাদ অনুভব করিতে না পারিয়া অতীত অনুশোচনা করিতে হইতেছে; সে অনুশোচনার ফল কি? দুঃখ বৃদ্ধি করা বই আর কিছুই নয়। এটী মনের স্বভাব-সিদ্ধ গুণ, না করিয়া থাকিতে পারে না; বাল্যকালের সরলতা, সামান্য অশন বসনে অতুল আনন্দ, সামান্য আমোদে মুখভরা হাসি, সামান্য কষ্টে চীৎকার রোদন, আবার সামান্য সান্ত্বনার পরক্ষণেই তাহার নিবৃত্তি, হয়ত সেই সঙ্গে একটু হাসি, মনে পড়িতেছে। তখন দুর্ব্বিসহ সংসারভারবহনের চিন্তা ছিল না; কাজ কর্ম্মের তাড়া ছিল না, উদর পুরিয়া আহার করিতে পাইলেই মনটা খুসী হইত; নাচিয়া খেলিয়া বেড়াইতাম। তখন কাজ না করার জন্য কাহাকেও কৈফিয়ৎ দিতে হইত না; কাহার দশ টাকা দেনা থাকিলে তাহার তাগাদা ছিল না; স্ত্রী পুত্রদিগের অভাব পূরণ জন্য চিন্তা করিতে হইত না; অর্থের জন্য আজি এখানে, কালি সেখানে দৌড়াদৌড়ি করিবার আশুক ছিল না; ভাল মন্দ কিছুই জানিতাম না, সুতরাং দিব্য সুখ ছিল। বিদ্যালয়ের কথা মনে করিলে আর কিছু থাকে না; প্রাতঃকালে উঠিয়া পাঠাভ্যাস, পাঠাভ্যাসের পর আহার করিতে বসিয়াছি এমন সময় রাম কি শ্যাম বিদ্যালয়ের বস্ত্র পরিধান করিয়া উপস্থিত; বেলা হইয়াছে, তাড়াতাড়ি করিয়া আহার করিয়া বহী লইয়া পুষ্করিণীঘাটে আচমন করিয়া ছুটাছুটী বিদ্যালয়ে গমন,—তথায় গিয়া শিক্ষক মহাশয়ের নিকট পাঠ বলিবার সময় সহাধ্যায়ীদিগকে অধঃকৃত করিবার জন্য অশেষ চেষ্টা;—চেষ্টায় অকৃতকার্য্য হইলে আত্ম-

রিক দুঃখ; খেলিবার বিদায় পাইলে সমবয়সীদিগের সহিত আমোদ আহ্লাদ নানা প্রকার খেলা, স্কুলের ছুটী হইলে হাস্য মুখে বাহির হইয়া নানা কথা; নানা গল্প করিতে করিতে বাটী প্রত্যাগমন, ইত্যাদি যখনই মনে হয় তখনই ইচ্ছা যায় যদি কোন উপায় থাকিত, পুনরায় সেই বাল্য কাল-সুলভ বিমল সুখভোগের উদ্যমে কোন মতে ক্ষান্ত থাকিতাম না। কিন্তু তাও বলি যদি কোন উপায় থাকিত তাহা হইলে এরূপ অনুতাপ জন্মিত না, আর এমন ইচ্ছাও হইত না। বাল্যকালীন মনের তুলনা মিলে না। যদি বল স্বচ্ছ সরোবর? না—সরোবরের তল পঙ্কিল; নির্ম্মলা স্রোত-স্বতী? না তাহারও স্থানে স্থানে শৈবাল আছে। মেঘ-শূন্য শরদ-গগন বা স্ফটিকের সহিত বরং এক দিন উহার তুলনা হইতে পারে। তখন মনে শান্তি, সরলতার বিমল জ্যোতি সুপ্রকাশিত ছিল, পাপপ্রবৃত্তির সঞ্চার মাত্র ছিল না; তাই সামান্য আলাপে, সামান্য পরিচয়ে অল্পক্ষণ মধ্যেই সম-বয়সীর সহিত প্রণয় জন্মিত। আবার এমনি চমৎকার ব্যাপার! সেই বন্ধুতা, সেই প্রণয়, প্রস্তরাঙ্কের ন্যায় সহজে ঘুচিবার নহে, যদিও কথান্তরে কখন দৈবাৎ বৈপরীত্য ঘটিত তাহাও দীর্ঘ স্থায়ী হইত না। সংসার-জ্বালা এমনি যন্ত্রণাদায়ক যে এখন সেই সকল বাল্য-সহচরদিগের কোথায় কে তাহার ঠিকানা নাই; প্রায় সকলেই অর্থ লাভের জন্য নানা স্থানী; দীর্ঘকাল পরে তাহাদিগের সাক্ষাৎ হইলেও হইতে পারে, নতুবা তাহাদিগের অদর্শনেই হয়ত চিরজন্ম কাটিয়া যাইবে। উচ্চ পদাভিষিক্ত হইয়া এরূপ পরিচিতের সহিত যে মুখ তুলিয়া

কথা কয় না, বা চিনিয়াও চিনিতে পারে না, তাহার তুল্য নরাধম জগতে আর নাই। ছেলে বেলায় পাঁচ জনে একত্র হইয়া যে কথা বার্ত্তায় হাস্য পরিহাস করিতাম, অবকাশ কালে যে নির্দ্দোষ আমোদ আহ্লাদ করিতাম, তাহাতে যে সুখ পাইতাম, এখন তাহা সুদুর্লভ। সে সুখ ভোগ বিধাতা অদৃষ্টে আর লেখেন নাই।

অদৃষ্ট।

জানামি ধর্ম্মং নচমে প্রবৃত্তিঃ
জানম্য ধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা-করোমি॥

সকলেই পাগল দেখিয়াছেন; পাগল কখন হাসে কখন কাঁদে, কখন লোককে গালাগালি দিয়া ব্যতিব্যস্ত করে, কখন হাজার ডাকেও উত্তর দেয় না; পাগলের আপন পর, পাত্রাপাত্র জ্ঞান থাকে না। সুশ্রী সুন্দরবপু জ্ঞানবান্ ব্যক্তিকে সে হয়ত নিকটে যাইতে দেয় না, কটুক্তি করিয়া তাঁহার মর্ম্মপীড়া জন্মায়, না হয় দৌড়িয়া তাহাকে কামড়াইতে উদ্যত হয়; আবার কদর্য্যাঙ্গ বিকৃতি অসভ্য ব্যক্তিকেও সাদর সম্ভাষণে নিকটে লইয়া বসায় এমনও দেখা যায়। বায়ুর বিচিত্র গতি;— পাগলের মুখে ছাই। যে আত্মবিস্মৃত, আপনাকে চিনে না,

আপনার গৌরব জানে না, কিসে ভাল, কিসে মন্দ, বুঝিতে পারে না, সে মনুষ্য মধ্যেই নহে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি পাগলের কিছুরই ঠিক নাই। আমরা যাহাকে অদৃষ্ট বলি সেও ঠিক সেই রূপ, অদৃষ্ট এই প্রকৃতির হইলেও রাজা প্রজা, ধনী নির্ধন, বালক বৃদ্ধ, যুবক যুবতী, সকল ব্যক্তিতেই ইহার অধিকার আছে; অদৃষ্ট ছাড়া মনুষ্য নাই; অদৃষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় না, মনুষ্য দেহের কোন্ স্থানে আছে জানিতে পারা যায় না; কার্য্য দেখিয়া তাহার অনুমান। হিন্দু, খৃষ্টান, মুসলমান, য়িহুদী সকলেই অদৃষ্ট মানেন, সকলের অদৃষ্ট সমান নহে, এবং চির দিন সমান থাকে না; মনুষ্যের অদৃষ্ট কখন কেমন হয় তাহার ঠিক নাই; কালি যাহাকে সুধাধবলিত রম্য সৌধশিখরে দাস দাসীর পরিচর্য্যায় রাজভোগে থাকিতে দেখিয়াছি, আজি সে সর্ব্বস্বান্ত, পর প্রত্যাশী, পথের ভিখারী। পক্ষান্তরে কালি যাহাকে একমুষ্টি তণ্ডুলের জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষার্থী হইয়া গৃহস্থ-গেহিনীর সরোষ বচন শ্রবণে ক্ষুব্ধমনে বেড়াইতে দেখিয়াছি, সে হয়ত আজি লক্ষপতি;—শত শত ব্যক্তি তাহার সেবায় নিযুক্ত, দ্বারে প্রহরী উলঙ্গিত অসিহস্তে দণ্ডায়মান, তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইলে উপরোধ অনুরোধ আবশ্যক, নতুবা দেখা পাওয়া ভার! কিছু দিন পূর্ব্বে যাহাকে বহু পুত্র পৌত্র পরিবারবর্গে বেষ্টিত হইয়া অতুল ঐশ্বর্য্যে কাল যাপন করিতে দেখিয়া ধনপুত্র লক্ষ্মী লাভে পরম ভাগ্যবান পুরুষ বলিয়া আসিয়াছি, আজি সে সমস্ত পুত্র পৌত্রকে দুরন্ত কালের সুতীক্ষ্ণ দশনাগ্রে তুলিয়া দিয়া-অভাগার একশেষ;—শোকে অন্ধ; ধন আছে, জন নাই, কে

তাহা ভোগ করিবে? হয়ত সে ধন তাহার নিধনের কারণ হইবে। ধনলোভে কে কোন্ দিন তাহাকে ইহলোক হইতে হয়ত বিদায় করিয়া দিবে—তাহা বিচিত্র নহে। মনুষ্য জীবনে যে নানা প্রকার অবস্থা পরিবর্ত্তন; কেহ দুঃখে ডুবিতেছে, কেহ সুখে ভাসিতেছে, সে সমুদায়ই অদৃষ্টের খেলা। এই নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল জগতে এমন কেহ নাই যে তাহাকে অদৃষ্টের ক্রীড়নক হইতে না হইয়াছে। অদৃষ্টের সুপ্রসন্নতাতেই আজি ইংরেজ জগৎ-পূজ্য, চন্দ্র সূর্য্য বংশের সর্ব্বে সর্ব্বা হইয়া তাঁহাদিগের উপর একাধিপত্য বিস্তার করিয়াছেন; রুসিয়ার "জার" অর্দ্ধেক পৃথিবীর একেশ্বর, সেকেন্দর সাহের নাম স্বর্ণাক্ষরে পুরাবৃত্তে লিখিত রহিয়াছে। অদৃষ্টের প্রতিকূলতায় রাজ্যেশ্বর হইয়া নিষধ রাজ নলের ও রঘুপতি রামচন্দ্রের বনগমন; বিপুল ভুজবলশালী পার্থ, এবং সাক্ষাৎ ধর্ম্মরূপী যুধিষ্ঠীরাদির রাজ্যনাশ, দ্বাদশবর্ষ বনবাস;—জগৎ জিগীষু বোনাপার্টির কারাবাস;—ও দুর্গম বারিধি-বেষ্টিত দ্বীপ মধ্যে পরলোক প্রাপ্তি, এবং হৃতরাজ্য হইয়া বিদেশে পরগৃহে অনাথের ন্যায় লুই নেপোলিয়নের প্রাণ ত্যাগ। অদৃষ্ট মনুষ্যকে চিরদিন সমান রাখে না; কাহাকেও হাসাইতেছে, কাহাকেও কাঁদাইতেছে, কাহাকেও ভাঙ্গিতেছে, কাহাকেও গড়িতেছে, অদৃষ্টের অদ্ভুত ব্যভিচারে জগৎ ব্যতিব্যস্ত; তাহার কখন কি রূপ গতি বুঝা যায় না। অদৃষ্টের কাছে রূপ গৌরব, বিদ্যা গৌরব কিছুই নাই, অদৃষ্টের কোপে পড়িয়া দিব্য সুচারুকান্তি যুবকও বিকৃতশ্রী হইয়া সংসারে বিচরণ করিয়া থাকে, সর্ব্বত্র তাহার হতাদর;—দুরদৃষ্ট ব্যক্তির মুখশ্রী দেখিলেই

চিনিতে পারা যায়। সে দিব্য লাবণ্যবান হইলেও মলিন, স্ফূর্ত্তি বিহীন, তাহার মন সদাই চিন্তাকুল, শরীর শীর্ণ, মুখ প্রতিভা শূন্য, যেন জগৎ পিতার সৃষ্টি রাজ্যের একটি নিকৃষ্ট জীব; মনুষ্য নহে! অদৃষ্টের অদ্ভুত ঐন্দ্রজালিক কৌশল বুঝিয়া উঠা ভার। ভগ্নাদৃষ্ট ব্যক্তির কোন দিকেই সুবিধা থাকেনা; মনুষ্যের এই সঙ্কটাবস্থায় আত্মীয় স্বজনেরাও তাহাকে শ্রদ্ধা করে না, যে বন্ধু বান্ধবেরা পথ ঘাটে, দেশে বিদেশে সাক্ষাৎ পাইলে কথা বার্ত্তায় তুষ্ট করিত, আধ ঘণ্টার স্থানে দুই ঘণ্টা যত্ন করিয়া বসাইয়া নানা কথা বার্ত্তায় আহ্লাদ প্রকাশ করিত, তাহারা দেখিলে হয় ত চিনিতেও পারে না। এ অবস্থায় আত্মাভিমান করিলে চলে না। পদে পদে অপমান; সে অপমানে রুক্ষ প্রকৃতি হইলে, কাজ হারাইতে হয়। এ সময় তাহা সহ্য না করা নির্ব্বোধের কার্য্য।

বিদ্যাবান ব্যক্তির অদৃষ্টের কোপে পড়িলে তাঁহার ঐ গতি; তাঁহার বিদ্যার বিকাশ হয় না, বুদ্ধি বৃত্তির ধার থাকে না, তাঁহাকে সর্ব্বদাই হত বুদ্ধির ন্যায় দেখায়। সমাজে নানা প্রকারের লোক আছে, তিনি বিদ্বান লোকের নিকট সম-কক্ষতার ঈর্ষায় সমাদর লাভে সমর্থ হন না; অদৃষ্টের পোষ্য পুত্রদিগের নিকট যাইলে পাগল বলিয়া উপহসিত হন। যাহার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন, সে মূর্খের চূড়ামণি হইলেও সাধারণের নিকট পণ্ডিত, জ্ঞানবান, ও মাননীয়। সময়ক্রমে কাহারও অদৃষ্ট একবার সুপ্রসন্ন হইলে, তাহার মুখশ্রী প্রফুল্ল হয়, সর্ব্বাবয়ব স্ফূর্ত্তি বিশিষ্ট হয়, এবং লোকের কাছে মান মর্য্যাদা হয়, আবার সেই অদৃষ্ট একবার বিরূপ হইলে, তাহার সে শ্রী

থাকে না, সমাজে আদর মান গৌরব সকলই ঘুচিয়া যায়, তাহার দুর্দ্দশার সীমা থাকে না, তখন সেই রুষ্ট অদৃষ্টকে তুষ্ট করিবার জন্য যদি হাজার চেষ্টা, হাজার যত্ন করা যায় বিফল হইবে; কিছুতেই ফিরিয়া চাহিবে না; তখন অদৃষ্ট তাহার রোদনে, তাহার বিনয়ে বধির হইবে। অনেক ক্ষীণচেতা ব্যক্তি এরূপ অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া মনের দুঃখে আত্মহত্যা পর্য্যন্ত করিয়াছে শুনিতে পাওয়া যায়—অদৃষ্টের অসাধ্য কিছুই নাই। কিন্তু তাহা লোকের নিতান্ত বুঝিবার ভ্রম; তাহারা জানে না যে সেই অনাদি অনন্ত পুরুষ চির দিন কিছুই সম-ভাবে রাখেন না; মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা, তরু, গুল্মাদি, ভূধর, সাগর, অরণ্য, মরু, নগর, পল্লী কিছুই চিরদিন একভাবে থাকিবার নহে; এই যে অনন্ত বিশ্ব রাজ্য ইহাও চিরস্থায়ী নহে; ইহারও বিনাশ আছে। এ সকলের তুলনায় মানবাদৃষ্ট কোন্ ছার! তাহারও পরিবর্ত্তন আছে। অদৃষ্ট বৈপরীত্যে যে একবারে অধীর হয় সেই কষ্ট পায়; অদৃষ্ট বড় কৌতুক প্রিয়, কাতর দেখিলেই তাহাকে চাপিয়া ধরে, দুরবস্থার সময় ব্যাকুল না হইয়া সাহস ও ধৈর্য্যাবলম্বন করা বিধেয়; ইহ জগতে কিছুই চিরদিনের নহে "চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানিচ সুখানিচ" এই মহাকাব্য স্মরণ থাকিলে সকল অবস্থা হইতে সহজেই পরিত্রাণ পাওয়া যায়। অধৈর্য্য সকল আপদের মূল!

বার্দ্ধক্যে জীবনে মমতা।

"Our attachment to every object around us increases, in general from the length of our acquaintance with it."

Goldsmith.

বয়োবৃদ্ধির সহিত মনুষ্যের জীবনাশা বলবতী হইতে থাকে; বিশেষতঃ বার্দ্ধক্যে ইহার আতিশয্য দেখিতে পাওয়া যায়। বৃদ্ধ বাল্যাবধি কত সুখ, কত দুঃখভোগ করিয়াছে, এমন অবস্থা নাই যে তাহার ভোগ করিতে বাকী আছে; মনুষ্যের দশদশা সকলই তাহার ভোগ করা হইয়াছে, মনুষ্য জীবনে যাকিছু দেখিবার, শুনিবার আছে, সকল তাহার হইয়া গিয়াছে। আমোদ অহ্লাদ, হাস্য পরিহাস, তাহার পক্ষে কিছুই নূতন নাই। তাহার সকল সাধ মিটিয়া গিয়াছে, কিন্তু তথাপি একদিন, এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাহার বাঁচিবার আশা কমে না; কেহ তামাসা ছলে মৃত্যুর কথা কহিলে, বৃদ্ধ বিকৃতমুখে তাহার উত্তর দেয় ও আন্তরিক কষ্ট বোধ করে। যদি এই পৃথিবীর সকলই তাহার পুরাতন, নূতন কিছুই নাই, তবে তাহার বাঁচিবার সাধ এত অধিক কেন? জীবনের প্রতি মমতাই ইহার একমাত্র কারণ। বাড়ীতে চাকর রাখিলে সে যদি দীর্ঘকাল গৃহস্থের কাজ করে, অনুগত থাকে, তবে তাহার প্রতি স্নেহ বসে, তাহার সুখে সুখ, তাহার দুঃখে দুঃখ জন্মে। গবাদি গৃহ পালিত পশু, পোষা পাখী মারা-পড়িলে মনে কষ্ট হয়, পুরাতন গৃহ ভাঙ্গিয়া গেলে তাহা

অপেক্ষা একটা ভাল ঘর প্রস্তুত করিলেও পুরাতনের জন্য মনটা কেমন করে; যে স্থানে জন্ম গ্রহণ করা যায়, বাল্য কাল অতিবাহিত হয়, সে স্থানটা ত্যাগ করিতে সহজে ইচ্ছা জন্মে না; কোন লোকের সহিত দীর্ঘকাল জানাশুনা থাকিলে তাহার মৃত্যু সংবাদ শ্রবণে দুঃখের উদয় হয়। এ সকল কেবল বহুদিনের পরিচয়ের ফল; আমাদিগের এই জীবন, জননীজঠর হইতে যাহার সহিত পরিচয়, যাহার সহিত দিনে দিনে বর্দ্ধিত হইয়া কত নূতন বস্তু দেখিয়া চক্ষু জুড়াইতেছি, নূতন শব্দ শুনিয়া শ্রবণ পরিতৃপ্ত করিতেছি, প্রতিদিন নূতন জ্ঞান লাভে মানস মন্দির উজ্জ্বল করিয়া দশ জনের নিকট প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছি, কত সুখ ভোগ করিতেছি, কতবার বিপদে পড়িয়া অভিজ্ঞতা লাভ করিতেছি; যাহার সঙ্গে এই নানা রঙ্গময়ী ধরা মধ্যে অবস্থিতি করিতে পাইব তাহাতে যে সকল অপেক্ষা অধিক মমতা জন্মিবে তাহা বিচিত্র নহে। অজ্ঞান শিশুর এ মমতা নাই. সে মরা বাঁচা জানে না. যত দিন সে অজ্ঞ থাকে, তত দিন তাহার মাতাপিতা তাহাকে যত্নে প্রতিপালন করেন, তাহাকে সুস্থ সচ্ছন্দ রাখিবার জন্য যত্নবান্ হয়েন পরে তাহার বয়োবৃদ্ধি হয়, ভাল মন্দ জানিতে পারে, আপনার দেহের স্বাস্থ্যাস্বাস্থ্য বুঝিতে পারে, জীবন যে কি, তাহার সহিত দেহের সম্বন্ধ কত দূর, যখন তাহা জানিতে পারে তখন তাহার জীবনে মমতা ও মৃত্যু ভয় জন্মিতে থাকে; এই বৃত্তি বালকের অতি কম, যুবার ততোধিক, বৃদ্ধের আরও অধিক, অজ্ঞতা বশতঃ বালকের কম; জ্ঞান সত্বেও যৌবন সুলভ চাপল্য, উদ্ধত্য, তেজস্বিতা ও হঠকারিতা বশতঃ বৃদ্ধের অপেক্ষা

যুবার অল্প, বৃদ্ধ বহুদর্শী, জ্ঞানবান, জীবনের সহিত সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিচিত, যৌবনের ঔদ্ধত্য, তেজস্বিতাদি তাহার কিছুই নাই, দেহে পূর্ব্বের ন্যায় বল নাই, অস্ত দন্ত বিহীন, পঞ্চেন্দ্রিয়ের সেরূপ প্রাখর্য্য নাই; সকল কাজেই অসমর্থ, এ অবস্থায় স্বতই সাবধানতার বৃদ্ধি হয়, প্রত্যেক কর্ম্মে সন্দেহ, ভয় আসিয়া উপ স্থিত হয়। যৌবনে বহু আয়াসে যে সমুদায় বৃক্ষাদি রোপণ করিয়াছে এই সময় তাহারা ফলবান হইয়াছে; অনেক সকের যে সকল গৃহ রচনা করিয়াছিল তাহাও এখন দীর্ঘকাল ভোগ করা হয় নাই; যে সকল পুত্র পৌত্র দিগকে বহু কষ্টে লেখা পড়া শিখাইয়াছে তাহাদের এই উপার্জ্জনের সময়; প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অক্লান্ত দেহে শ্রম করিয়া যে সমস্ত বিষয় বিভব সংস্থান করিয়াছে সে সকল দীর্ঘকাল নিজে ভোগ করিতে হইবেক; এই সকল কারণে জীবনের প্রতি মমতা বৃদ্ধি হইতে থাকে। অতিবৃদ্ধ হইলে জীবন একরূপ ভার ভূত বলিয়া বোধ হয়, তখন ইন্দ্রিয়গণের কার্য্যকারিতার অনেক হ্রাস হইয়া আইসে, চক্ষু বিকৃত হইয়া পড়ে, স্পষ্ট দর্শন চলে না, কর্ণ বধির হইয়া আইসে, উচ্চস্বরে কথা না কহিলে শুনিতেও পায় না, জিহ্বার আস্বাদন শক্তি কমিয়া আইসে, শরীরের পেশী সমুদায় শিথিল হইয়া পড়ে, স্পর্শেন্দ্রিয় অকর্ম্মণ্য হয়, দশনহীন বদনের চর্ব্বণ সুখ একেবারে যায়, পাকস্থলী দুর্ব্বল হইয়া আইসে, আহারে সুখ জন্মে না; জিহ্বা ও কণ্ঠনালীর জড়তায় বাক্য স্ফূর্ত্তি হয় না; দৌর্ব্বল্য বশতঃ সর্ব্বাবয়ব কাঁপিতে থাকে, ইন্দ্রিয় বিকৃতিতে জ্ঞান ও স্মারকতা শক্তির হ্রাস হইয়া আইসে। এরূপ স্থাবরের পক্ষে জীবনের প্রয়োজনীয়তা কিছুই দেখিতে পাই

না; এ অবস্থায় জীবন বিড়ম্বনা মাত্র, কিন্তু আশ্চর্য্য মমতা! ঈশ্বরের আচ্ছা ঐন্দ্রজালিক মায়া! এ অবস্থাতেও লোক মৃত্যুর সাধ করা দূরে থাকুক বরং দীর্ঘ জীবন কামনা করে। যুবা অপেক্ষা বৃদ্ধ যে মৃত্যুকে অধিক ভয় করে, তাহার কারণ আছে। যুবা জানে যে সে এই মাত্র জীবন যাত্রা আরম্ভ করিয়াছে; বল, বুদ্ধি, ভরসা সবে এই মাত্র তেজ করিয়া উঠিতেছে; নূতন সংসারে এত অভিনিবিষ্ট যে হয়ত তাহার মনে পরিণাম চিন্তার উদয়ই হয় না। সাংসারিক কার্য্য কলাপে এত ব্যস্ত যে সে ভাবনা ভাবিবার হয়ত সময়ও পায় না; যদি পায়, মনে করে এখনও অনেক বিলম্ব আছে। তবে শরীরের কথা বলা যায় না সময় নাই অসময় নাই যদি অকস্মাৎ দেহ-যন্ত্র বিকল হইয়া অসংস্কার্য্য হয়, অমনি ফুরাইয়া যায়—যদিও জল বায়ুর দোষে সুরাপানও শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনে আজি কালি অকাল মৃত্যু অসাধারণ নহে, তথাপি অস্বাভাবিক ঘটনা বলিতে হইবে।

বৃদ্ধ জরাভারে বল বুদ্ধি হারাইয়া অবসন্ন হইয়া পড়ে, পরলোক-যাত্রার পূর্ব্বে সংবাদ প্রাপ্ত হয়, জানিতে পারে অতি সত্বরেই তাহাকে সাধের বাড়ী ঘর; বিষয় বিভবের মায়া কাটাইয়া বন্ধু বান্ধব, স্ত্রী, পুত্র, পরিজনদিগের নিকট হইতে চিরকালের জন্য বিদায় লইতে হইবে; জন্মভূমি আত্মীয় পরিবারবর্গের মায়া এমনি যে কাহারও প্রতি কারাবাস বা দ্বীপান্তর বাসের আজ্ঞা হইলে সে কত আকুল, কত ব্যথিত, কত বিপন্ন হয়, মুমূর্ষু ব্যক্তিকে সে সকল একবারে ত্যাগ করিতে হয়, তাহার পক্ষে এটী কত যন্ত্রণাদায়ক। মায়াতেই জগৎ চলিতেছে, মায়াবন্ধন না থাকিলে ঈশ্বরের সৃষ্টি চলিত না, সেই ঐশ্বরিকী

মায়া পাশ ছেদ করা সামান্য মনুষ্যের কর্ম্ম নহে; জীবনের সহিত না কি ইহলোকের যাবতীয় পদার্থের সম্বন্ধ সেই জন্যই জগতের যাবতীয় প্রিয় বস্তু অপেক্ষা জীবনে এত অধিক স্নেহ, ও মমতা জন্মে। সত্য বটে অনেকে ক্রোধ, লজ্জা, অপমান, দুঃসহ রোগ যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া আত্মঘাতী হয়; সে কেবল তাহাদিগের আকস্মিক উত্তেজনা-জনিত চিত্ত-বিকৃতির ফল। আত্মহত্যা কখন লোক সমক্ষে সংঘটিত হইতে শুনা যায় না, আত্মহত্যাকারী উত্তেজনা কালে যদি উপদেশ পায়, বা তাহাকে মানব-জীবনের উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দেওয়া যায়, কিম্বা সে স্বয়ং যদি সে বিষয়ে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিতে পায়, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই আত্মজীবন নাশে নিবৃত্ত হইয়া যায় সন্দেহ নাই। মনুষ্যের জীবনাশা বড় অল্প বলবতী নহে, বরং সকল মনুষ্যে অন্যান্য সাধারণ বৃত্তির ন্যূনাধিক্য আছে; কোথাও বা একবারে কোন কোনটার অভাব দেখা যায় কিন্তু এই অসামান্য বৃত্তি বিহীন লোক জগতে অতি বিরল। ইহার আতিশয্য বশতই "প্রাণাধিক প্রিয়তম পুত্রকে যযাতি জরা ভার অর্পণ করিয়াছিলেন"। ইহা অপেক্ষা বার্দ্ধক্যে জীবনে মমতার উৎকৃষ্ট উদাহরণ আর কোথায় মিলিবে?

——:——

প্রবাসীর মৃত্যু।

"I loved thee well, my own, my father's land,
And better as my country than my kingdom.
I sated thee with peace and joys ; and this
To my reward ! and now I owe thee nothing
Not even a grave."

Byron.

পীড়া ত দিনে দিনে বৃদ্ধি হইয়া, চিকিৎসকের সমস্ত যুক্তি, সমস্ত কৌশলকে পরাভূত করিয়া দেহ ক্ষয় করিতেছে, বাঁচিবার ত কোন আশা দেখিতেছি না। মৃত্যুর সমস্ত লক্ষণই ক্রমে ক্রমে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। দুঃখের জ্বালায়, অর্থলাভের তরে আপন পরিবার, বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজনকে ছাড়িয়া দূরদেশে আসিয়া পড়িয়াছি। এ দুঃসময়ে পরিবারের মধ্যগত থাকিলে, উপস্থিত অসহ্য যাতনার অনেক লাঘব হইত। কিন্তু পরিবার স্বজনগণের কষ্ট নিবারণের জন্য বিদেশে আসিয়া পরিশেষে জীবন হারাইতে হইল। ললাট-লিপি কাহারও কোন মতে খণ্ডিত হইবার নহে ;—একেত মৃত্যু যাতনা নিরতিশয় অসহনীয়, তার বিদেশ, আপনার কেহ নিকটে নাই ;—যে স্ত্রীপুত্র, পরিবার, বন্ধু বান্ধবদিগের নিকট আসিবার কালে বিদায় লইয়া আসিয়াছিলাম, কত দিন পরে তাহাদিগের পুনর্দ্দর্শন পাইব সতত এই চিন্তা করিতাম, কত দিনে আবার তাহাদিগের সহিত মিলিত হইয়া প্রবাসে তাহাদিগের অদর্শন জনিত কষ্টের কথা আমূলক জ্ঞাপন

করিয়া মনঃক্ষোভ নিবারণ করিব এই ভাবিতাম, এক্ষণে দেখিতেছি তাহাদিগের নিকট কিছু দিনের জন্য যে বিদায় লইয়া আসিলাম তাহাই চিরবিদায় হইল;—ইহলোকে তাহাদিগের সহিত আর সাক্ষাৎ হইবে না। জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া যখন প্রবাস যাত্রা করি প্রেয়সীর প্রণয়-পূরিত স্নেহ মাখান কথা গুলি নবীভূত হইয়া মনোমধ্যে উদিত হইতেছে;—যে সময়ে আমি বস্ত্রাদি পরিধানে ইষ্ট-দেবতা স্মরণ করিয়া তদীয় অর্ঘ্য লইয়া যাত্রা করি তখন প্রেয়সী গৃহমধ্যে অর্দ্ধ বিগলিত বাসে, অর্দ্ধাবগুণ্ঠনে থাকিয়া আশুবর্ষী জলদ মালার ন্যায় দুইটী ছল ছল চক্ষে অর্দ্ধস্ফুরিত বচনে শিশু সন্তানটীকে ক্রোড়ে লইয়া জিজ্ঞাসা করিল "আবার কত দিনে আসিবে?" তখন মিষ্ট কথায় বুঝাইয়া অতি সত্বর আসিব বলিয়া আসিলাম। বাক্-স্ফূর্ত্তি বিহীন শিশুটী এক দৃষ্টিতে আমার প্রতি চাহিয়া রহিল; অকৃত্রিম মুখ ভঙ্গিতে প্রকাশ করিল যেন সে কথা কহিতে পারিলে কিছু বলিত; সে ভাব দেখিয়া কোন্ নির্দ্দয় ক্ষান্ত থাকিতে পারে? ফিরিয়া গিয়া মুখচুম্বন করিয়া, সে বুঝিতে না পারিলেও, তাহার নিকট বিদায় লইয়া গৃহ হইতে বহি-র্গত হইলাম। বাহিরে সমবয়সী বন্ধুগণ, যাহাদিগের সহিত বাল্যকাল হইতে একত্র বাস, যাহাদিগের নিকট আমার কোন কথাই গোপন নাই, যাহারা আমার সুখের সুখী, দুঃখের দুঃখী, তাহাদিগকে সত্বর পুনরাগমনের আশা দিয়া বিদায় হইলাম। সাক্ষাৎ স্নেহমূর্ত্তি জননী বিষণ্ণ বদনে নিকটে আসিয়া দুই এক দিন থাকিবার জন্য অনুরোধ করিলেন;

বাঙ্গালী চাকরী-জীবী জাতি, তাহাদিগের জীবন, সুখ, দুঃখ সমস্তই পরাধীন, বিলম্ব করিলে জীবিকা নির্ব্বাহের উপায়ে বঞ্চিত হইব, এই রকম বুঝাইয়া তাঁহার শ্রীপদে প্রণাম করিয়া বিদায়ের অনুমতির জন্য দণ্ডায়মান থাকিলাম; পুত্রের প্রতি মাতার স্নেহের উপমা নাই; তখন তিনি আপনাদিগের ধন-হীনতা জন্য পুত্রকে বিদেশ পাঠাইতে হইতেছে, এজন্য আন্তরিক কষ্ট বোধ করিয়া মুখে মাত্র বলিলেন “শীঘ্র যেন আবার এস” এই বলিয়া সাশ্রু নয়নে দণ্ডায়মানা রহিলেন; আমি নিষ্ঠুর হইয়া যেন তাঁহাদিগের দুঃখ না বুঝিয়াই বিদেশ যাত্রা করিলাম। পরমারাধ্য পিতা প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম পুত্রকে বিদায় দানে নিতান্ত অনিচ্ছুকতা নিবন্ধন কত দূর সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের প্রান্তভাগ পর্য্যন্ত আসিলেন; স্বতঃ কোমল প্রকৃতি স্ত্রীলোকের ন্যায় তিনি গ্রাম প্রান্তে দণ্ডায়মান থাকিয়া যতক্ষণ দৃষ্টি চলিল ততক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে আমাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন; পরে যখন দূরতায় আমার মূর্ত্তি আবরণ করিল তখন তিনি ভগ্নহৃদয়ে বাটী প্রত্যাগমন করিলেন।

হায়! তাঁহারা কোথায়? তাঁহাদিগের জীবন সর্ব্বস্ব পুত্র চিরকালের মত ফাঁকি দেখাইয়া এখন লোকান্তর প্রস্থান করিতেছে। স্বজন মমতা স্বাভাবিক অতিশয় বলবতী; তাহাতে মায়ার এমনি প্রাধান্য যে দূরস্থিত আত্মীয়ের যাতনায় তৎসংবাদ অপ্রাপ্তিতেও, স্বতঃ সম্ভূত সহানুভূতি বশতঃ এবং পরস্পরের মনের একতা নিবন্ধন, তদ্দুঃখ আপনা হইতে অনুভূত হইয়া থাকে। স্বভাবের সেই নিয়ম বশে তাঁহাদিগের মনও নিশ্চিন্ত নাই; আমার ন্যায় ব্যাকুলিত হইতেছে। সেই

মাতা, সেই পিতা, সেই আত্মীয় স্বজনদিগের মন না জানি এখন কত অব্যক্ত যাতনায় কাতর হইতেছে। যখন তাঁহারা আমার মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করিবেন, যখন তাঁহারা জানিবেন আমি ইহ ধাম হইতে পলায়ন করিয়াছি, তখন তাঁহারা কিরূপে জীবন ধারণ করিবেন! বৃদ্ধ জনক জননী নিয়ত অশ্রুধারা বর্ষণে নয়নের দৃষ্টি হারাইয়া ক্রমিক অনশনে জীবন ত্যাগ করিবেন; প্রিয়তমা অকস্মাৎ এই দুর্ঘটনার সংবাদ প্রাপ্তি মাত্র হয় উদ্বন্ধনে না হয় বিষ ভোজনে আত্মহত্যা করিবে। তখন শিশু সন্তানটীর দশা কি হইবে! আহা এই সুখের পৃথিবী হইতে বিদায় লইবার সময় একবার সকলের সাক্ষাৎ পাইলাম না। চাক্ষুস প্রত্যক্ষ ব্যতীত দার্শনিকের যুক্তির উপর বিশ্বাস নাই। পঞ্চত্বের পরে জীবের যে কি গতি হয়, মানবীয় বুদ্ধি দ্বারা এখনও তাহার কিছুই অবধারিত হয় নাই; এখনও সশরীরে এই জীবলীলাকুল-ধরণীধামে আছি, পরক্ষণেই যে কি হইব, কোথায় যাইব, ইহার কিছুই স্থির নাই। জগতে কেহই চিরস্থায়ী নয়, কিছু দিন পরে পর-লোকে যে আবার সকলে সম্মিলিত হইব তাহারই প্রমাণ কি? যদি সে বিষয়ে মনুষ্যের একটা কিছু স্থির জ্ঞান থাকিত তাহা হইলে মৃত্যুকে এত ভয় হইত না। নিকটে ভৃত্য ভিন্ন আর কেহ নাই; আমার পঞ্চত্বের পরে অত্রস্থ দুই চারি জন পরিচিত লোকে আমার মৃত দেহকে অনাথের ন্যায় শ্মশানে লইয়া দগ্ধ করিবে, না হয় ভাগিরথী নীরে নিক্ষেপ করিবে। আমি কোথায়! আমার পরিজনগণ কোথায় থাকিবে; আমার দেহ মাংস কুম্ভীর নক্রাদি জল-জন্তুর ভক্ষ্য হইবে, আমার

অস্থি সকল হয় সাগর গর্ভে নীত হইবে না হয় কোন স্থানে পথিকদিগের ঘৃণ্য হইয়া পতিত থাকিবে। এত যত্নে রক্ষিত দেহের শেষে এই গতি! এত মায়ার সংসারের সহিত শেষে এই সম্বন্ধ!

এ দিন যাবে!

" 'Tis done-- but yesterday a king!
And armed with kings to Strive—
And now thou art a nameless thing"—
Byron.

সময় অনন্ত—সময়ের আদি নাই, অন্ত নাই, অবিরাম গতি—যখন জগতের সৃষ্টি হয় নাই; চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, আমাদিগের অধিষ্ঠানভূতা ধরিত্রী, যখন কিছুই ছিলনা, আকাশ অন্ধকারময়, তখনও সময় ছিল; এবং যখন এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের লয় হইয়া পুনরায় নিবিড় তমসাচ্ছন্ন হইবে, তখনও সময় থাকিবে। সময় নিত্য সময়ের ক্ষয় ব্যয় নাই। এই অনন্ত সময়ের মধ্যে কতবার সৃষ্টি হইয়াছে, কতবার কত শতাব্দী সহস্রাব্দীর গণনা হইয়া সৃষ্টির বিনাশ হইয়াছে তাহার অবধারিত নাই। বোধ হয় সেই অপার মহিমাবান সর্ব্বশক্তিমান জগদীশ্বর কার্য্য সৌকার্য্যার্থে সময়কে বৎসর, অয়ন, মাস, শীত, গ্রীষ্মাদি ঋতু, দিবা রাত্রিতে বিভক্ত করিয়াছেন। সেই পর্য্যায়-ক্রমে দিবসের পর রাত্রি, রাত্রির পর দিবস, কৃষ্ণপক্ষের পর

কৃষ্ণপক্ষ, শুক্লপক্ষের পর কৃষ্ণপক্ষ, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর, এক শতাব্দীর পর অন্য শতাব্দী নিয়ত চলিয়া আসিতেছে। কাহার বাধা মানে না, কাহার জন্য অপেক্ষা করে না, কাহার বিনয়বশীভূত বা কাহার কটূক্তিতে রাগত হয় না: সমভাবে চলিয়া আসিতেছে। চলিতে চলিতে জীবের জীবন চুরি করিতেছে, বালককে যুবা, যুবাকে বৃদ্ধ, বৃদ্ধকে জীবনান্ত করিতেছে; নূতনকে পুরাতন করিতেছে, পুরাতনের বিনাশ করিতেছে, আবার নূতনের উৎপাদন করিতেছে। সময়ের অসাধারণ ক্ষমতা।

এই যে রম্য হর্ম্ম্যরাজি বিরাজিত পবিত্রা জাহ্নবীতোয় ধৌত বহুজনসঙ্কুলা মহানগরী দেখিতেছি চারিশত বৎসর পূর্ব্বে অরণ্যচারী পশুগণের বিহারক্ষেত্র ছিল। ঐ যে স্বল্প-তোয়া সরস্বতিতীরলগ্ন বিস্তীর্ণ জঙ্গলময় স্থানটী দেখিতেছি, উহা পুরাণ প্রথিত সপ্তগ্রাম নগরীর ধ্বংসাবশেষ ঐ। যে বিপুল বিভবশালী ব্যক্তিদিগকে আজি সাড়ম্বরে গাড়ি হাঁকাইতে দেখিতেছি উহারা পুরুষানুক্রমে নির্ধন, কিন্তু আজি অতুল ঐশ্বর্য্যশালী। আবার পশ্চিমে বিষ্ণুপুরের দিকে চাহিয়া দেখি বঙ্গসূর্য্য মল্লবংশধরগণ আজি যার পর নাই হীনবল, যাহাদিগের পরাক্রমে মুরশিদাবাদের সিংহাসন কম্পিত হইত, তাহারা অন্নের জন্যে লালায়িত, যে চন্দ্র সূর্য্যবংশের সংস্রবে তাহারা গৌরবান্বিত ছিল, আজি তাহারাই প্রভাহীন। সময় কাহাকেও দীর্ঘকাল একরূপে রাখে না, সময় ধনীকে নির্ধন, নির্ধনকে ধনী করিতেছে। সুখীকে কাঁদাইতেছে, দুঃখীকে হাসাইতেছে, সময় অকূল সমুদ্রমধ্যে দ্বীপের সৃষ্টি করিতেছে, তরু গুল্ম

লতাদিতে তাহাকে সাজাইতেছে, পরিশেষে সেই স্থানকে মনুষ্যের বাসোপযোগী করিয়া তাহাতে গ্রাম পল্লী নগরাদি রচনা করিতেছে। আবার বিপুল জনতাপূর্ণ সুন্দর নগরকেও সাগরগর্ভে নিহিত করিতেছে বা দুর্গম অরণ্যে পরিণত করিতেছে। সময় সকলই করিতে পারে, সময় সকলের অন্তকারী, সময়ের অন্তকারী কেহ নাই। সময়ের এই অসাধারণ অত্যাদ্ভুত ক্ষমতা এবং যাবতীয় স্থাবর জঙ্গমাদি এমন কি সমস্ত জগতের উপর প্রাধান্য দেখিয়া মনে হয় সময় সকলি করিতে পারে, সময়ে সকলি হয়। সময়ের পরিবর্ত্তনীয়তা প্রভাবে চিরদিন কখন কাহার সমান যায় না। যিনি যত বড় হউন কখন বলিতে পারেন না যে চিরদিন তাঁহার সমান যাইবে। কুবের হও, জগৎশেট হও, রথস্‌চাইল্ড হও, শত সহস্র কোটী মুদ্রা তোমার হস্তে থাকুক, রাজাই হও, রাজ প্রতিনিধিই হও, অথবা রাজসম্মানিত কোন বিভবশালী প্রজা হও, মনে করিও না যে চিরদিন তোমার সমান চলিবে। তোমার বিষয় বিভব, মান মর্য্যাদা চিরদিন অব্যাহত থাকিবে। তোমার মত কত রাজা কত রাজপ্রতিনিধি কত বিভবশালী প্রজাকে নির্ধনের চূড়ান্ত হইয়া পথে পথে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে শুনা গিয়াছে। অস্থায়ী ঐশ্বর্য্য ও বিষয় গৌরবকে বিশ্বাস করিও না। ধনমদে মত্ত হইয়া অন্ধ বা অজ্ঞানের ন্যায় কার্য্য করিতে অগ্রসর হইও না। স্বভাবের নিয়মে সময়ের গতিকে তোমার এমন দিন থাকিবে না, যাবেই যাবে। সময় তরঙ্গ আজি যেমন তোমাকে সংসার সাগরের উচ্চে তুলিয়াছে তেমনি একদিন না একদিন নিশ্চয়ই ডুবাইয়া দিবে। বড় ব্যস্ত হইও না, বড় তাড়াতাড়ি

করিও না—এ দিন যাবে—চম্পক কুসুম সন্নিভ তোমার বর্ণ মলিন হইবে; প্রফুল্লিত মুখ মণ্ডল রোগ যন্ত্রণায় স্ফূর্ত্তি বিহীন হইবে; চমরী পুচ্ছ লাঞ্ছিত কেশর শির রত্ন থাকিবে না; ধুলি ধুসরিত হইবে—সময় তখন "কাল" নাম ধারণ করিয়া তোমার নিকটস্থ হইয়া সর্ব্বনাশ করিবে। দরিদ্র! আজি তুমি লম্বিত অতৈল কেশে রুক্ষ কলেবরে চীর পরিধান করিয়া অনাথের ন্যায় মুষ্টি ভিক্ষার জন্য লালাইত হইয়া গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে বেড়াইতেছ; ধনীর ধন, বিলাস, এবং সুখের ঈর্ষা করিয়া আপনাকে ঈশ্বরবিড়ম্বিত বিবেচনা করিতেছ; স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, ভাই ভগ্নিদিগের ভরণপোষণের অর্থ কৃচ্ছতাজন্য মনোবেদনা পাইতেছ; মাথায় গোলাপ আতর মাখিয়া, চুল ফিরাইয়া, গাড়ি চড়িয়া বেড়াইতে পারিতেছ না বলিয়া দুঃখ করিতেছ; সংসারে সুখী হইবার কোন পথ না দেখিয়া হতাশ হইতেছ; ব্যস্ত হইও না। ক্ষান্ত হও ধৈর্য্যাবলম্বন কর; তোমার এদিন যাবে। হয়ত তুমিই আবার সৌধশিখরবাসী হইবে—হয়ত তোমার ঐ পদদ্বয় দাস দাসী দ্বারা ভক্তি সহকারে পরিসেবিত হইবে; তোমার সিংহদ্বারে উলঙ্গিত অসিহস্তে দ্বারবান দণ্ডায়-মান থাকিবে; তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইলে উপরোধ অনুরোধ ও তোমার অবকাশ অপেক্ষা করিতে হইবেক; তোমার যে দেহ আজি স্পর্শ করিতে ঘৃণা হইতেছে সেই দেহের সাবধানতার জন্য প্রহরী নিযুক্ত হইবে; তুমিই আবার যখন অনুচরবর্গ বেষ্টিত হইয়া সান্ধ্যাসমীর সেবন জন্য রাজপথে বাহির হইবে তখন আমার মুখপানে চাহিয়াও দেখিবে না। সম্মুখে পড়িলে হঠাইয়া দিয়া চলিয়া যাইবে।

ঐ যে সুকুমার-কান্তি হসিতাস্য শিশু খেলা করিতেছে, জঠর জ্বালা নিবৃত্তি হইলেই হাসিতেছে, খেলা করিতেছে, উহারও দিন যাবে। বয়োবৃদ্ধির সহিত হাসিও ভুলিবে, খেলাও ছাড়িবে, ক্রমিক চিন্তায় কাতর হইবে। ঐ যে বালকটীকে বিদ্যালয় যাইতে দেখিতেছ উহার অবস্থা এখন অনেক টা ভাল বলিতে হইবে, ধনচিন্তা নাই, খায়দায় বিদ্যালয়ে যায়, পাঠাভ্যাস করে, এ অবস্থাটী সংসারের প্রবেশ দ্বার, সাংসারিক কষ্টের সুত্রপাত। দুদিন পরে উহারও এ অবস্থা থাকিবে না উহারও এ দিন যাবে। সমুখে যে সীমন্ত শীর্ষ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন যুবাটী আপিশে যাইতেছে উহারই কি এ দিন রবে? মনুষ্য জীবন বিপদ সমাকুল, কোন্ দিন কোন্ বিপদে পড়িয়া নষ্ট হইয়া যাইবে। ঐ যে ললিত মাংস পক্ককেশ বৃদ্ধটীকে পাশক্রীড়ায় মত্ত দেখিতেছ উহার অন্তিমকাল নিকট। সংসার চিন্তা এখনও উহার মনকে ভুলাইয়া রাখিয়াছে। হেমন্তের পর শীতাগম অবশ্যম্ভাবী, বৃদ্ধ জানিয়াও জানেন না। উহারও কি এদিন যাবে না? অবিলম্বে তাহাকে অন্তিম শর্য্যায় শয়ন করিতে হইবে। এই যে কামিনীর কমনীয় কান্তি, গোলাপ সন্নিভ অধর ওষ্ঠে মধুর হাসির শোভা দেখিতেছি ইহাও দীর্ঘকাল থকিবার নহে, দুদিন পরে মলিন হইয়া যাইবে। হস্ত পদাদি ও অঙ্গ বিশেষের রমণীয়তা কদিনের জন্য? তাহারও এদিন যাবে। আমি এই যে হাওড়া রিজার্ভ আপিশে বসিয়া এ প্রবন্ধ লিখিতেছি, আমার ও কি এদিন থাকিবে? কখন না—"এদিন যাবে" আমার এই যে কথা কি ধনী, কি নির্ধন, কি বালক, কি যুবা, কি বৃদ্ধ, কি স্ত্রীলোক সকলকেই উপদেশ

দিবে সংসার মদে মত্ত হইয়া কেহ কখন ভ্রমেও যেন মনে না করেন যে তাঁহার সুদিন ঘুচিয়া কুদিন আসিবে না, সুখ সূর্য্য কখনও অস্তমিত হইবে না; কাল চক্র নিয়তই ঘুরিতেছে সেই সঙ্গে মনুষ্যের সুখদুঃখ, জন্ম জরা, জীবন যৌবন সকলি পরিবর্ত্তিত হইতেছে। এই যে ষড় ঋতু বিলাসিনী ধরিত্রী, অতি বিস্তীর্ণ, অদ্যাবধি যাহার সকল স্থান সকলের পরিজ্ঞাত হই-তেছে না, উর্দ্ধদেশে ঐ যে বিপুলতেজা দিবাকর, জড় পদার্থ হইলেও, স্বকীয় তেজোপ্রভাবে প্রাচীন আর্য্যদিগের মধ্যে দেবতা বলিয়া পূজিত; ঐ যে রমিতমূর্ত্তি সুধাকর, ঐ যে ঘনবিন্যস্ত অগণিত তারকা কুল, এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে যত কিছু দেখিতেছি, ইহাদের কিছুই চিরদিন সমভাবে থাকিবে না। কাল সধর্ম্মে যখন প্রলয় ঝড় প্রবাহিত হইবে তখন সমস্ত লয় প্রাপ্ত হইয়া পরমাণুপুঞ্জে আকাশ আচ্ছন্ন করিবে; তাই বলি উহাদিগেরও একদিন যাবে!

প্রণয় প্রতিমা।

"Yes—it was love—if thoughts of tenderness,
Tried in temptation, strengthened by distress,
Unmoved by absence, firm in every clime,
And yet—oh, more than all!—untired by time."

Byron.

সংসার কাননে সুন্দর কুসুম কে? কে নিয়ত প্রফুল্লভাবে মানস মোহিত করে? কাহার রূপ, রস সকল সময় সমান,

ভাবে মনস্তুষ্টি জন্মায়? কাহার ফুল্লারবিন্দ বদন অবলোকন করিয়া সকল অবস্থাতেই মন আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে? কাহার মোহিনী মূর্ত্তি খানি প্রথম দর্শনাবধি হৃদয় ফলকে অঙ্কিত হইয়া থাকে? কাহাকে এক দণ্ডের জন্য দৃষ্টির অন্তর করিতে ইচ্ছা হয় না? কাহার সাহায্যে উত্তাল তরঙ্গ-ময় কুম্ভীর মকরাদি হিংস্র জলজন্তু সমাকুল সংসার বারিধি সুখে উত্তীর্ণ হওয়া যায়? ধর্ম্মতঃ কে পাপ পুণ্যের সমান অংশী? এ সংসারে কে অর্দ্ধাঙ্গরূপে সুখদুঃখের তুল্য ভাগ গ্রহণে বাধ্য? কে সঙ্গে থাকিলে অরণ্যবাসেও কষ্ট বোধ হয় না?

সংসারে প্রবিষ্ট হইবার সময় যাহাকে ধর্ম্মতঃ অঙ্গীকার করিয়া সঙ্গে লইতে হয়; যাহার সহিত এক হৃদয়, ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপ পুণ্য, সুখ দুঃখের অর্দ্ধেক অংশ; যে জীবনের চিরসহচরী; যে জগতের যাবতীয় প্রিয় বস্তু অপেক্ষা আমাকে ভাল বাসে; কি সুখশান্তির দিনে, কি ঘোর বিপদের দিনে, যে আমার সহবাসে তুল্য সুখ বোধ করে, আমার দর্শনলাভে যে অন্যান্য সমস্ত সুখ তুচ্ছ বোধ করে, যে সমস্ত আত্মীয় বন্ধু বান্ধবের মধ্যে আমাকে ভিন্ন নিতান্ত আত্মীয় বলিয়া আর কাহাকেও জানে না; আমাতেই যাহার মন, প্রাণ সমর্পিত আছে; আমার জন্য যাহার কিছুই অদেয় নাই; যে আমাকে ভিন্ন অন্য ব্যক্তির মুখাবলোকনেও বাধা বোধ করে, যে আমাকে ইহজগতের প্রত্যক্ষ দেবতা বলিয়া জানে; যে আমার জন্য সুখ স্বাস্থ্য, বিলাস এমন কি জীবন পর্য্যন্তও অকুণ্ঠিতভাবে ত্যাগ করিতে পারে; ধনকষ্ট নিবন্ধন অশনবসন ক্লেশে যে কিছু মাত্র দুঃখ বোধ করে না, যতই বিপৎপাত হউক যে আমাকে দেখিলেই

সকল ভুলিয়া যায়; আমার সেবা পরিচর্য্যাই যাহার জীবনের একমাত্র সার কর্ম্ম ও প্রধান ধর্ম্ম; যে আমাকে জীবনের একমাত্র ভূষণ, একমাত্র বন্ধু, এবং একমাত্র সহায় বলিয়া জ্ঞান করে, আমা ভিন্ন যাহার অন্য গতি নাই; কি বাল্যে কি যৌবনে, কি প্রৌঢ়ে, কি বার্দ্ধক্যে সকল অবস্থাতেই যে আমাকে পরিতুষ্ট রাখে; এমন পতিপরায়ণী কামিনীই প্রণয়ের একমাত্র উৎকৃষ্ট প্রতিমা। যত দূর দেশে যাই, যত দিন সে মনোহারিণী প্রতিমা খানি চক্ষে দেখিতে না পাই, হৃদয় মধ্যে যেন সর্ব্বদাই তাহা জাগরুক থাকে, কিছুতেই অন্তর্হিত হইবার নহে; নিরন্তর অতিবিপদেও মন হইতে তাহাকে সরাইতে পারে না; অর্থ লোভেও বিচলিত করিতে পারে না; দুরন্ত অন্তকাল করিতে হারি মানে; বহু দিনের অদর্শনেও তাহার স্মৃতি মুছিয়া ফেলিতে সমর্থ হয় না। প্রস্তরাঙ্কের ন্যায় যে মূর্ত্তি হৃদয় ফলকে অঙ্কিত হইয়া থাকে। পাঠক! যদি তুমি প্রকৃত প্রেমিক হও, যদি তুমি পবিত্র প্রণয়মন্ত্রে সুদীক্ষিত হইয়া থাক, বল দেখি তাহার সহিত কোন রূপসীর রূপের তুলনা চলে কি না? জগতে কামিনী বরাঙ্গের যত উত্তম উত্তম উপমা আছে তাহার একত্র সমাবেশ হইলেও সেই চিত্ত বিনোদিনী মূর্ত্তির তুলনায় কিছুই লাগে না। বদনে সুধাকর, কেশ পাশে কাদম্বিনী, অধরে গোলাপ, হাসিতে তড়িৎ, ভ্রূযুগে ধনু, নয়নে খঞ্জন নর্ত্তন, গ্রীবায় কম্বু, বাহুদ্বয়ে মৃণাল, উরসে দাড়িম্ব, দশনে কুন্দ কুসুম, কটিতে ডমরুমধ্য, এরূপ সুষমাবতীকে ছাড়িয়াও আমার মন কেন সেই একজনকেই চায়? আমি ধনী হই বা নির্ধন হই, তাহাকে রম্য অট্টালিকায় রাখি, বা কুটীরে

বাসিনী করি; বিবিধ সুভোজনেই তাহার রসনা পরিতৃপ্ত হউক বা শাকান্ন ভোজনে তাহার উদরপূর্ত্তি হউক, মণি মানিক্য জড়িত দ্যুতিমান অলঙ্কারেই তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিভূষিত হউক, বা কেবল মাত্র সীমন্তে সিন্দুর ও সাধব্যসূচক লৌহ কঙ্কণ হস্তে থাকুক, কিছুতেই যাহার মনে বিকার জন্মে না, ও আমার প্রতি অচলা ভক্তির ব্যভিচার হয় না, তাহা অপেক্ষা প্রণয়পাত্রী আমিত জগতে খুজিয়া পাই নাই। যে ব্যক্তি রূপের পক্ষপাতী সে কখনই প্রেমিক নহে, পবিত্র প্রেম কেমন তাহা অবগত নহে। প্রণয়রূপ পবিত্র সুধাস্বাদনে চির-বঞ্চিত। সৌন্দর্য্য চিরস্থায়ী নহে; যৌবনের পরিমাণেই তাহা মলিন হইতে থাকে; তখন প্রণয় বন্ধন কোথায় থাকে? অতএব প্রণয়ের সহিত রূপের কোন সংস্রব নাই।

শেষের সে দিন।

"Day presses on the heels of day,
And moons increase to their decay;
But you, with thoughtless pride elate,
Unconscious of impending fate,
Command the pillar'd doom to rise,
When lo! thy tomb forgotten lies."—

Francis.

তুমি আমি, ধনী নির্ধন, অন্ধ খঞ্জ, সকলেই এই কর্ম্ম ভূমি ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছি। তবে

পৃথক্ এই, কাহার দিন সুখে যাইতেছে, কাহার বা দুঃখে অতিবাহিত হইতেছে। সুরস ফলমূলাদি ভোজনে, সুমিষ্ট পেয় দ্রব্য পানে, দাসদাসীর সেবায় ধনীর দিন সুখে কাটিয়া যাইতেছে; আর সমস্ত দিন কঠোর পরিশ্রমে, কদান্ন ভোজনে, কেবলমাত্র অযত্নলব্ধ স্রোতস্বতী বা কূপ তড়াগাদির জলপানে দীনের দিন কষ্টে কাটিয়া যাইতেছে। সুখে হউক, দুঃখে হউক সকলেরই দিন এক বা অন্য রকমে কাটিয়া যায়, কাহারও দিন থাকে না। এই সংসার-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া তত্ত্বজ্ঞানান্ধ-কারিণী মায়ায় বিমুগ্ধ হইয়া সকলেই সংসার-সুখের অনু-সন্ধানে সদাই বিব্রত। ধনীর ধনপিপাসার শান্তি হয় না; মধ্যবিধ এবং দরিদ্রের ত কথাই নাই। সকলেই আপন অব-স্থার উন্নতি করিতে; পরিবার, আত্মীয়, স্বজন, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ভাই, ভগ্নী দিগের সুখ সচ্ছন্দের জন্য মরীচিকামুগ্ধ কুরঙ্গের ন্যায় সাগ্রহমনে সংসার মরুতে ছুটাছুটী করিতেছে। এই সংসারে যাহাকে দেখি, যে দিকে যাই, সংসার-বাগুরা-বিজড়িত লোক ভিন্ন অন্যেকে দেখিতে পাই না, অনর্থকারিণী সংসারকথা ভিন্ন অন্য কথা শুনিতে পাই না। রাজ-প্রাসাদে, ধনীর অট্টালিকায়, মধ্যবিত্তের ঘরে, নির্ধনের কুটিরে, যেখানে যাই, বিষয়কার্য্যের কথা ভিন্ন অন্য অন্য কথা শুনিতে পাই না; বিষয় বৃদ্ধির চেষ্টা ভিন্ন অন্য চেষ্টায় কাহাকেও দেখিতে পাই না। রাজা আপন প্রাসাদশিখরে রত্নাসনে বসিয়া অনুচরবর্গের সেবাতেও আপন সংসার-চিন্তা ব্যতীত অন্য চিন্তা করেন না; ধনী সাংসারিক সকল অভাবপরিশূন্য হইয়াও ধনচিন্তা ভিন্ন অন্য চিন্তায় মন দেন না; মধ্য-

বিধ ব্যক্তিও পরিমিত ধনার্জ্জনে অকষ্টে পরিবার প্রতি-পালনক্ষম হইলেও অধিকতর অর্থাগমের উপায় পরিচিন্তনে বিব্রত; এবং দরিদ্রও সাংসারিক সকল অভাব স্কন্ধে করিয়া অর্থের জন্য পথে পথে ভ্রমণ করিতে ক্ষান্ত নহে। যাহার তিন কাল গিয়া এক কাল অবশিষ্ট আছে, শরীর নিস্তেজ, মাংস ললিত, শ্রবণ বধির, দৃষ্টি অন্ধ প্রায়, এরূপ স্থবিরও আপন পুত্র পৌত্রাদি কি উপায়ে সুখে সংসার ক্ষেত্রে কালাতিপাত করিবে, ইহার উপায়উদ্ভাবনে ব্যস্ত, তখনও বিষয়বাসনা পরি-শূন্য হইতে পারে না; যুবা অভিনব যৌবন-বলে বলবান্ উদ্ধত স্বভাব; তাহার যৌবনশোণিত এখনও শীতল হয় নাই, মান-সিক বৃত্তি সমুদয়ের উগ্রতা এখনও হ্রস্বাকৃত হইয়া আইসে নাই; সংসারসুখ তাহার এক মাত্র লক্ষ্য; অন্য দিকে দৃষ্টি-পাত নাই; কেবল তল্লাভার্থে প্রবল পণ করিতেছে; সে এখন প্রমত্ত দুর্ব্বার যূথপতির পদ্মবনানুসন্ধানে গমনের ন্যায় সোৎসুক মনে সগর্ব্বে সংসার-পথে ধাবিত হইতেছে। বালকও সংসারের অদৃষ্ট, কেবলমাত্র কল্পিত, সুতরাং অতুল এবং অপরিমিত সুখ অনুমানে তল্লাভের আশায় তাহার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। অন্তঃপুর বিহারিণী অবগুণ্ঠনবতী অঙ্গ-নাও স্বামী, পুত্রের মঙ্গলে আপনার মঙ্গল জানিয়া অনন্য চিন্তা হইয়া তাহারই অনুধ্যান করিতেছে। এই ঘোর সং-সারমায়া সমাচ্ছন্ন জগতে আমি কাহাকেও বিষয় বাসনা বিরত দেখিতেছি না; এই ঐন্দ্রজালিক সংসারে সকলেই বিষয় বিমুগ্ধ। এই সংসার রঙ্গভূমিতে অভিনয় করিতে আসিয়া সকলেই অভিনেতব্য নাটকের প্রত্যেক অংশ অভিনয় কালে

সকলই প্রত্যক্ষ ও প্রকৃত বিবেচনায় আমি রাজা, আমার রাজ্য, আমার মহিষী, আমার পুত্র, আমার কন্যা এই মোহে ভুলিয়া আভিনয়িক সুখে সুখ, দুঃখে দুঃখ জ্ঞান করিয়া হাসিতেছে, কাঁদিতেছে, কখন কত ভাব প্রকাশ করিতেছে? কিন্তু যখন তাহাদিগের জীবনাঙ্কের অভিনয় পরিসমাপ্ত হইবে, যখন যবনিকার পতন হইবে, তখন কে কোথায় থাকিবে? তখন কি আর আমার স্ত্রী, পুত্র, কন্যাদিগের সহিত সাক্ষাৎ থাকিবে?

সকলেইত এক সংসারমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া সেই ইষ্ট মন্ত্র যপ করিয়া সিদ্ধ হইবার জন্য প্রাণপণ করিতেছ, কিন্তু মনেকর দেখি, তোমার একদিন আছে, যে দিন তোমাকে মহানিদ্রায় মগ্ন হইবার জন্য অনন্ত শয্যায় শয়ন করিতে হইবে! সে দিন তোমার শরীর অবসন্ন হইয়া আসিবে, ইন্দ্রিয়গণ বিকল হইয়া পড়িবে, যে দেহের স্বাস্থ্যের জন্য সকাল সকাল আহার করিয়া নিদ্রাসুখ ভোগে শান্তি লাভের চেষ্টা কর—সুনিদ্রায় রজনী যাপন জন্য সকাল সকাল শয্যায় গমন কর, যাহার সৌষ্ঠবসাধন জন্য সুগন্ধি সেবন কর, শুভ্রবস্ত্র পরিধান কর; তোমার সেই দেহ জীর্ণ, শীর্ণ, বিবর্ণ হইবে! তোমার সেই রুগ্ন দেহ মল মূত্র নিষ্ঠবনাদিতে সাধারণের, এমন কি তোমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম পুত্র কন্যাদিগেরও ঘৃণ্য হইবে, এবং তোমার প্রাণপক্ষী এই পাঞ্চভৌতিক পিঞ্জর ভগ্ন করিয়া পলায়ন করিবে, ধূলি কর্দ্দমময় ভূপৃষ্ঠে বিলুণ্ঠিত হইবে, যে দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিতে কণ্টক বিদ্ধ হইলে যাতনায় অস্থির হও, তোমার সেই দেহ, সেই অতি সাধের, অতি যত্নের দেহ,

প্রজ্জলিত চিতায় অর্পণ করিতে তোমার আত্মীয়, স্বজন, পুত্র, কন্যা কেহই ক্ষান্ত হইবে না।

. ভাই, ভগ্নী, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা প্রভৃতি পরিবারস্থ সকলের সুখের জন্য তুমি এই সংসার ক্ষেত্রে অম্লানবদনে, অকুণ্ঠিত-ভাবে ধর্ম্মকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সর্ব্ববিধ গর্হিত কর্ম্ম করিতে কুণ্ঠিত হইতেছ না—অপরের মর্ম্মবেদনার ভয় কর না—বিপন্নের প্রতি দয়া করা দূরে থাকুক, পথ পাইলে তাহাকে পীড়ন করিতে ছাড় না—প্রভুর বিশ্বস্ত হইয়া তাঁহার সর্ব্বনাশ করিতে দ্বিধাবোধ কর না—স্ত্রীলোক পাইয়া অবীরার সর্ব্বস্ব হরণে ধর্ম্ম ভয়কে মন হইতে দূরীকৃত কর, এখন লোক লজ্জায় জলাঞ্জলি দাও; কেবল মাত্র সংসার সুখ সাধনীয় অর্থের সহিত সৌহার্দ্র সূত্রে আবদ্ধ আছ। তোমার এত সাধের এত ভালবাসার সংসার কোথায় থাকিবে? তুমি যত বড় ধনী হও, যত সহস্র, যত লক্ষ, যত কোটী মুদ্রা উপার্জ্জন করিয়া পৃথিবীতে দ্বিতীয় কুবের আখ্যা লাভ কর না, তোমার বহুল অর্থরাশির এক কপর্দ্দকও তোমার সঙ্গে যাইবে না। মনে করিতেছ তোমার পুত্র কন্যা পরিবারবর্গ সেই অর্থ ভোগ করিয়া সুখী হইবে। সে আশা কখনও করিও না, কখন করিও না, তোমার বুঝিবার ভ্রম! তুমি নিতান্ত অবিবেচক, দেখ ইহ জগতে কিছুই চিরস্থায়ী নহে। রাজার রাজ্য, মানীর মান, ধনীর ধন, অতি সাধের অতি যত্নের বস্তু কিছুই থাকে না। কাল-চক্র নিয়ত ঘুরিতেছে, সেই সঙ্গে তুমি আমি, ধনী নির্ধন, পশু পক্ষী, এই পৃথিবী ব্রহ্মাণ্ড, সকলেরই অবস্থা-পরিবর্ত্তন হইতেছে। এই সংসারের মধ্যে অতি আপনার বলিতে স্ত্রী

পুত্র কন্যা অপেক্ষা বোধ হয়, আর কেহ তোমার আত্মীয় নাই। সেই পুত্র হইতে একজন পথের পথিক, যাহাকে তুমি কখন জান না, কখন যাহার নাম শ্রবণ কর নাই; সেই পথিক পর্য্যন্ত এই সংসারের যাবতীয় লোক সে দিন কেহ তোমার সঙ্গের সাথী হইবে না। ভূলোক-দুর্লভ অতি বিশাল রমণীয় অট্টালিকা, বহু মূল্য পরিচ্ছদ মণি মুক্তা জড়িত ভূষণ হইতে একগাছি তৃণ পর্য্যন্ত তোমার সঙ্গে যাইবে না। এমন কি, যে দেহের কষ্টে তোমার কষ্ট, এতদূর সম্বন্ধ কাহার সহিত নাই, সে দেহও তোমার সহগামী হইবে না। সেই দিন সেই ঘোর ভয়ঙ্কর অতি বড় বিষাদের দিন মনে করে দেখি! ঘোরা তমস্বিনী যামিনীতে একাকী কোন দুর্গম পথে গমন করিতে হইলে জীবনের কত ভয় কর! সেই দিনে তোমার দর্শনশক্তি একবারে নষ্ট হইবে। নিবিড় অন্ধকার দেখিয়া অন্তরাত্মা কাঁদিতে থাকিবে, নিকটে বৃদ্ধ জনক তোমার অন্তিমকাল উপস্থিত দেখিয়া তোমার মৃত্যু দর্শন অপেক্ষা আত্মহত্যা শ্রেয়স্কর ভাবিয়া ভগ্ন হৃদয়ে তাহার চেষ্টা করিবেন। আহা আজন্ম প্রতিপালিকা স্নেহময়ী জননী বক্ষে করাঘাত, মস্তকের কেশরাশি ছিন্ন করিতে করিতে উচ্চ আর্ত্ত স্বরে, সংসার জ্বালায় যদি কখন কটু বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাক সে সকল বিস্মৃত হইয়া, তোমার গুণ কীর্ত্তন করিয়া রোদন করিতে থাকিবেন। প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম তোমার সুকুমার শিশু সন্তান গুলি তোমার মৃত্যুকালীন দারুণ যন্ত্রণা জনিত মুখবিকৃতি দেখিয়া তোমার পার্শ্বে বসিয়া সজল নয়নে ক্রন্দন,

করিয়া ধরাতলে লুণ্ঠিত হইবে, প্রাণসম প্রেয়সী বিবাহকাল হইতে প্রত্যেক দিবসের কথা স্মরণ করিয়া অধোবদনে বসিয়া অশ্রুজলে ধরাতল প্লাবিত করিবে, তখন তোমার বাক্‌শক্তি থাকিবে না, তাহাদিগের কাতরতা দেখিয়া সান্ত্বনা করিতে না পারিয়া মর্ম্মভেদী যাতনা ভোগ করিবে, জগৎ শূন্য দেখিবে, সংসারের মায়া কাটাইতে না পারিয়া কত কষ্ট হইবে! উঃ!! কি ভয়ঙ্কর দিন!!! শেষের সেই দুর্দ্দিনের কথা মনে কর দেখি। তুমি কি অপরিণামদর্শী! সংসার মদে মত্ত হইয়া ভ্রমেও তাহার বিষয় চিন্তা কর না! আজি হউক, কালি হউক, দশদিন পরেই হউক, তোমার সে দিন আসিবেই আসিবে। এক দিন না এক দিন তোমাকে যাতনা ভোগ করিতে হইবেই হইবে। কোন দিন কোন ব্যক্তিকে এইরূপে মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করিতে, বা কাহার মৃত দেহ দর্শন করিলে ক্ষণেকের জন্য তোমরা মন হইতে বিষয় বাসনা, তোমার অভ্যস্ত দুষ্প্রবৃত্তি গুলি ক্ষণকালের জন্য তোমার মন হইতে অন্তর্হিত হইলে ধর্ম্মপথ অবলম্বনে ঈশ্বর চিন্তার ইচ্ছা হয় বটে, কিন্তু তাহা কতক্ষণ থাকে? সেস্থান হইতে পাদৈক ভূমি অন্তর হইতে না হইতেই সকল ভুলিয়া যাও—কিছুই মনে থাকেনা—"যথা পূর্ব্বং তথা পরং"—আবার সংসার মায়ায় বিমুগ্ধ হইয়া আপনার দৈনিক কার্য্যের একজন প্রধান কার্য্যকারক হইয়া দাঁড়াও। যেন কিছু জানিয়াও জান না—বুঝিয়াও বুঝ না।

—:—

মুমূর্ষুকালে পাপীর ধর্ম্মজ্ঞান।

" Death increases our veneration for the good, and extenuates our hatred of the bad. "

Rambler.

এই ত অন্তিমকাল উপস্থিত! চক্ষু দর্শনহীন, কর্ণ শ্রবণহীন এবং হস্তপদাদি অসাড় হইয়া আসিতেছে; বক্ষঃস্থল কম্পিত হইতেছে; চারিদিক অন্ধকারময় দেখিতেছি; স্ত্রী পুত্র কন্যা আত্মীয় স্বজনেরা সজলনয়নে রোদন করিতেছে; এখনই ত এই পৃথিবী পরিত্যাগ করিতে হইবে। যে সংসার সুখের জন্য শীতাতপ বাত বৃষ্টি কিছুই না মানিয়া প্রাণপণে অর্থো-পার্জ্জনের জন্য দেহ ও মন সমর্পণ করিয়াছিলাম, আর কিছু পরে সে সংসার কোথায় থাকিবে? আর আমিই বা কোথায় থাকিব? উঃ! হৃৎকম্প হইতেছে কেন? প্রাণ কাঁদিয়া উঠি-তেছেই বা কেন? অন্তরেন্দ্রিয় সকল বিকৃত হইয়া আসি-তেছে কেন? জগৎ শূন্য দেখিতেছি কেন? উঃ! একি দুঃ-সময়! জীবিত কালে কখনও ত এমন দুর্দ্দিন উপস্থিত হয় না! সম্মুখে ভীষণ দণ্ডধারী বিকটাকার পুরুষ একজন ভয়া-নক ভ্রূকুটী প্রদর্শন করিয়া প্রাণ শুকাইয়া দিতেছে! ও কে? চক্ষু মুদ্রিত করিলেও যে উহাকে দেখিতে পাই! কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার! এ আবার কি? বিপদের উপর বিপদ! জীবিত-কালের প্রত্যেক দিবসের দুষ্কর্ম্ম পরম্পরায় স্মৃতি আসিয়া সহস্র বৃশ্চিকের ন্যায় দংশন করিতেছে! সংসারজালে জড়িত হইয়া যে সকল বিসদৃশ কার্য্য করিয়াছি, সে সকল এখন দারুণ

যন্ত্রণা দিতেছে; যৌবন মদে মত্ত হইয়া সুরাপান, বেশ্যা-প্রণয় সংসার সুখের সোপান মনে করিতাম। আগেয়পানে মত্ত হইয়া কুলকামিনীর সতীত্ব রত্ন অপহরণ করাকে পৌরুষ জ্ঞান করিতাম। সদসৎজ্ঞানশূন্য হইয়া গুরুজনের প্রতি অবাধ্যতা প্রকাশে আপনাকে স্বাধীন, ও অসাধারণ লোক বিবেচনা করিতাম; সুস্থ শরীরে ইচ্ছাপূর্ব্বক জ্ঞানরত্ন হারাইয়া দুষ্ক্রিয়াকে ভয় করিতাম না। বারাঙ্গনাদিগের মনের কুটীল গতি বুঝিতে না পারিয়া মিষ্ট কথায় মুচকি হাসিতে ভুলিয়া গিয়া অকপটচিত্তে অসৎপথার্জ্জিত রাশি রাশি ধন অকাতরে অপব্যয় করিয়াছি। বৃদ্ধ জনকজননীর গ্রাসাচ্ছাদন ক্লেশ, পতিপ্রাণা সহধর্ম্মিণীর দুর্ব্বিসহ বিরহ যাতনা, প্রাণাধিক প্রিয়তম পুত্রকন্যাদিগের ভরণপোষণের দিকে লক্ষ্য না করিয়া উপার্জ্জিত অর্থের অধিংকাশ পশুজাতীয় আমোদে ব্যয় করিয়াছি। সে সময় যে সকল বন্ধুবান্ধব এক মুহূর্ত্ত দেখিতে না পাইলে কষ্ট বোধ করিত; যাহাদিগের মনস্তুষ্টি জন্য ভূরি ভূরি অর্থব্যয় করিয়াছি, তাহারা এখন কোথায়? যাহারা আমাকে কথায় আকাশের চন্দ্র হাতে দেখাইত, আমার বিপদ পড়িলে প্রাণ দিবার প্রতিজ্ঞা করিত, তাহারা কি এখন আসিয়া পাপযন্ত্রণার অংশ লইবে?

ধর্ম্ম-পথোপার্জ্জিত সামান্য অর্থে পরিতুষ্ট না হইয়া প্রচুর অর্থাগমের জন্য না করিয়াছি এমন দুষ্কর্ম্মই নাই। বল-প্রয়োগে, শঠতাজাল বিস্তারে, ভয় প্রদর্শনে, মর্ম্মপীড়া প্রদানে অর্থোপার্জ্জন করিতে এক দিনের জন্ত অধর্ম্মজ্ঞান করি নাই। চুরি করিতে উপদেশ দিয়া, নরহত্যা করিবার ষড়যন্ত্র করিয়া,

আবার সেই চোরের চৌর্য্যলব্ধ সম্পত্তির অংশ লইয়া, সেই নরঘাতকের স্বার্থের অংশভাগী হইয়া তাহাদিগকে রাজদ্বারে দণ্ডিত করিবার অশেষ চেষ্টা করিয়াছি। কত পতিপুত্র বিহীনা কামিনীর সম্পত্তি রক্ষার ভার হস্তে লইয়া তাহার সমস্ত সম্পত্তি আত্মসাৎ করিয়া তাহাকে পথের ভিখারিণী করিয়াছি। কোন ধর্ম্মাত্মা সরলমনা ব্যক্তিকে ব্যবহার শাস্ত্রের কুচক্রে ফেলিয়া সর্ব্বস্বান্ত করিয়া দিয়াছি! নিরাশ্রয় পাইয়া কত অপ্রাপ্তব্যবহার বালকের সম্পত্তি কাড়িয়া লইয়াছি! সংসারমায়া, ধনলালসায় মুগ্ধ হইয়া একবার এক মুহূর্ত্তের জন্যও ধর্ম্মকে মনোমধ্যে স্থান দিই নাই। ধর্ম্মের সরলগতি বুঝিতে পারি নাই; যাঁহারা সদুপদেশ দিতে আসিতেন, ঔদ্ধত্যবশতঃ তাঁহাদিগকে বিদ্রুপ করিয়া তাঁহাদিগের কথা দূরে নিক্ষেপ করিয়াছি; কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইতে দিই নাই। অসৎসঙ্গ ভিন্ন সৎপথাবলম্বী সাধু পুরুষদিগের মুখাবলোকনেও পাপ বোধ করিতাম; তাঁহাদিগকে চক্ষের শূল, এবং তাঁহাদিগের সদুপদেশকে কর্ণের কণ্টক বোধ করিতাম। প্রতিনিয়ত শত শত ব্যক্তির মৃত্যুর কথা শুনিয়া, মৃত্যু চক্ষে দেখিয়া ও আপনার পরিণাম চিন্তা করিতাম না। মুহূর্ত্তেক জন্য ঈশ্বরের স্বত্বা অনুভব করিতে পারি নাই। এখন আমার কি হইবে। এত দীর্ঘকালের মধ্যে যাঁহাকে একবারের জন্যও স্মরণ না করিয়া কৃতঘ্নতার চূড়ান্ত করিয়াছি, আজি কোন্ মুখে তাঁহাকে আহ্বান করি, আহ্বান করিলেই বা তিনি কৃপা করিবেন কেন; যোগীঋষিগণ আপাতসুখদ সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া, বিষয়তৃষ্ণা পরিশূন্য হইয়া শত সহস্র

কল্পান্ত ধ্যান করিয়াও যাঁহার কৃপাকটাক্ষের পথবর্ত্তী হইতে পারেন না; আমার মত ঘৃণিত পাপীর কথায় কেন তাঁহার দয়া হইবে? তবে দেখিতেছি, তাহার পবিত্র নামের গুণে যাতনার অনেক লাঘব হইতেছে। সমস্ত জীবন ত বৃথা গিয়াছে, এখন যতক্ষণ পারি সেই অনাথ-বন্ধুকে স্মরণ করি। ইন্দ্রিয়গণ স্থির হইয়া আসিতেছে! হৃদিশ্বাস ঘন বহিতেছে! তবে এই ত শেষ!

শূন্য-পিঞ্জর।

"O mighty Cæsar! dost thou lie so low?
Are all thy conquests, glories, triumphs, sports,
Shrunk to this little measure? Fare thee well"—
Shakspeare.

আমার মতের সহিত সাধারণের মত বড় মিলেবে না। একটা কথা আছে "দশজনের সহিত যাহার মতের ঐক্য না থাকে, সেই পাগল" সে হিসাবে আমিও পাগল তাহা না হইলে কথন মনের চিন্তা প্রকাশ করিতে পারি! বৈকালে যখন সূর্য্যোস্তের সময় হয়, মৃদু মন্দ সমীরণ গাছের পাতা দুলাইয়া ললিতলতিকা চুম্বনে বিলসী বাবুর মত হেলিয়া দুলিয়া বেড়াইতে থাকে; জ্যোৎস্নাবতী যামিনীতে যখন রজত কিরণে বৃক্ষ বল্লী গ্রাম প্রান্তর, নদী, তড়াগ, গিরি গহ্বর উজ্জ্বল করিয়া সুধাংশু আকাশে যাহার যাহিতে থাকে;

আবার সেই সিত-রশ্মি যখন তাম্র বর্ণ ধারণ করিয়া পশ্চিমাকাশের উৎসঙ্গে অঙ্গ লুকায়, মলয়জ মৃদুগমনে আবার যখন কুসুম-রত্ন চুরী করিয়া ধরা পড়িবার ভয়ে এখানে সেখানে ছুটা ছুটী করিয়া লুকাইয়া বেড়ায়, পাখী গুলি গাছের ডালে বসিয়া সুর মিলাইয়া মনের যত্নে, মধুর সুরে প্রভাতী গাইয়া পৃথিবীকে জাগ্রত করে, সেই সেই সময়ে আমার বেড়াইতে বড় সাধ যায়। আমার হাজার কাজ থাকিলেও তাহা পরিত্যাগ করিয়া এখানে সেখানে; মাঠের ধারে নদীর তীরে বেড়াইয়া বেড়াই। এমন সময় আমি চুপ করিয়া থাকিতে পারি না;— কি করিব আমার মন সেই দিকেই যায়।

এক দিন বৈশাখ মাসের বৈকালে রৌদ্রের তাপ কমিয়া আসিলে মৃদু-মধুর মলয় মারুত বহিতে ছিল, সমস্ত দিনের পর একটু ঠাণ্ডা বাতাস পাইয়া পাখী সকল অশ্বত্থের নবপল্লবিত শাখায় বসিয়া গান গাইতেছিল, মৃদু বাতাসে দামোদর খেলা করিতেছিল। এমন সময় আমি নদীর ধারে বেড়াইতে গেলাম—দেখিলাম নদীসৈকতে বালুকা শয্যায় একটী মনুষ্য-দেহ পতিত, সর্ব্বাঙ্গ ধূলি ধূসরিত, নেত্র মুদিত, মুখশ্রী বিবর্ণ প্রতিভাশূন্য;—শরীর শীর্ণ অধর ওষ্ঠে মক্ষিকাপংক্তি একটী উড়িতেছে, একটী বসিতেছে মনুষ্য তাহাতে বিরক্ত নহে—দেখিয়াই জানিলাম এটী শূন্য পিঞ্জর—এপিঞ্জরে পাখী নাই—পলায়ন করিয়াছে। পাখী না থাকিলে কে পিঞ্জরের যত্ন করে? তাই আজি এরূপ ভাবে এস্থানে পতিত। যখন এই পিঞ্জরে পাখী ছিল, যখন সে মিষ্ট সুরে আপন গলাবাজি দেখাইয়া মধুর গীত গাইত হেলিয়া দুলিয়া, নাচিয়া খেলিয়া

বেড়াইত, তখন ইহাকে ভাল বাসিবার অনেক লোক ছিল; তখন অনেকে পাখীর প্রিয় হইয়া মধুর গান শুনিবার জন্য, নর্ত্তন কুর্দ্দন দেখিবার জন্য, তাহার পিঞ্জরের যত্ন করিত, নিকটে আসিত, রসনা সুখদ বিবিধ সুভোজ্য দ্রব্য আনিয়া পাখীকে খাইতে দিত, ধীরে ধীরে তাহার গাত্রে হস্তাবমর্ষণ করিত, পাখীর গীত শুনিবার জন্য শীশ চুমকুড়ি দিত সেই শীশ চুমকুড়িতে মুগ্ধ হইয়া পাখী গাইত—শ্রোতা সন্তুষ্ট হইত যখন আবশ্যক হইত মিষ্ট খাবার লইয়া আবার পাখীর কাছে আসিত, গান শুনিয়া প্রাণ ঠাণ্ডা করিয়া আবার চলিয়া যাইত; কখন কখন পাখী মনের গুমরে গাইত না— চুপ করিয়া থাকিত তখন লোক তাহাকে গর্ব্বিত বলিয়া চলিয়া যাইত— মনের মত লোক পাইলেই পাখী গাইত। তখন তখন পাখীর কত যত্ন, কত আদর ছিল! এখন পাখী নাই, পিঞ্জরের কাছে সে প্রত্যাশাও নাই, কেন তাহার যত্ন থাকিবে? জগৎ স্বার্থ-পর ঘোর কৃতঘ্ন—স্বার্থ ভিন্ন জগতের কেহই চলে না।

বনের পাখী পিঞ্জরে থাকিতে ভালবাসে না; সর্ব্বদাই ইচ্ছা করে শূন্য পথে স্বাধীন ভাবে উড়িয়া বেড়ায়, বনে বসিয়া বনের মিষ্ট ফল ভক্ষণ করে, নির্ম্মল নির্ঝর বারি পান করে; মনের সুখে কাল কাটায়। আমরা বন হইতে যে পাখী ধরিয়া আনি তাঁহাকে পিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া রাখি, যত্ন করিয়া পুষি, তাহার সহিত এ পাখীর অনেক প্রভেদ। বনের পাখী পিঞ্জরে অনেক দিন থাকিলে, প্রতিপালকের মুখমিষ্টতা পাইলে তবে পোষ মানে—এ পাখীর তা নয়, ধরা পড়িলেই পিঞ্জরে

প্রবেশ করে, প্রবেশ করিলেই পোষ মানে আর স্বেচ্ছায় বাহির হয় না। পিঞ্জরের মায়ায় ভুলিয়া গিয়া থাকিয়া যায়। পিঞ্জরে প্রবেশ করিলে পিঞ্জরের প্রতি ইহার এত মমতা, এত যত্ন জন্মে যে, ছাড়িয়া বাহির হইতে কষ্ট বোধ করে। এ তাহার অতি সাধের, অতি যত্নের, অতি সৌখিন খাঁচা। এ খাঁচা একটু খারাপ হইলেই পাখী মর্ম্মান্তিক যাতনা বোধ করে, যতক্ষণ না খাঁচা সারিয়া লয় ততক্ষণ সুখী হইতে পারে না। পিঞ্জরের সুখে ভুলিয়া পিঞ্জরের গুণে মুগ্ধ হইয়াই পাখী পিঞ্জর ছাড়িতে চায় না; তথাপি জাতীয় শিকলীকাটাদোষে একবার পিঞ্জর হইতে বাহির হইলে আর কখন ফিরে না। বনের পাখী শিকল কাটিয়া একবার উড়িলে, প্রতিপালক যত্ন করিয়া ডাকিলে, মিষ্ট খাবার দেখাইলে পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া দাঁড়ে বসিতে পারে। কিন্তু এ পাখী একবার পলাইলে আর সে আশা থাকে না, পাখীর যে পিঞ্জরের প্রতি এত মমতা, সে পাখীর গুণে নয়, পিঞ্জরের গুণে। পিঞ্জরের মোহিনী শক্তিতে পাখী পিঞ্জর ছাড়িতে পারে না। তবে যখন পিঞ্জর একবারে ভাঙ্গিয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া যায় সারিবার উপায় থাকে না, তখন পাখী অগত্যা পলায়ন করে। পাখী চেষ্টা করিয়া কখন উড়িয়া পলায় না, তাহা হইলে পিঞ্জরের নয়টা দ্বার খোলা, মনে করিলে যখন ইচ্ছা অনায়াসেই পলাইতে পারে। অতি কষ্ট, অতি মনোদুঃখ না পাইলে পাখী এরূপ আত্মবঞ্চনা করে না।

এই যে পিঞ্জর, এটী ভগ্ন পিঞ্জর! ইহাতে পাখী নাই—যখন পাখী ছিল, তখন ইহার কত বাহার! আজি সে

বাহার কোথায়? এই পিঞ্জরে থাকিয়া মধুর বসন্তে, মলয় মারুতে, কুসুমসৌরভে বিভোর হইয়া পাখী মনের সুখে আশা মিঠাইয়া কত সাধের গীত গাইয়াছে—নির্ম্মল শশি-কিরণে নাচিয়া খেলিয়া কত ফূর্ত্তি করিয়া বেড়াইয়াছে। নিদারুণ নৈদাঘ রৌদ্রে কত কষ্ট ভোগ করিয়াছে! প্রবল ঝটিকা তাড়নে কতবার পিঞ্জর লইয়া সামাল সামাল পড়িয়াছে—অবিরল প্রবৃট্ ধারায় গভীর বজ্রনির্ঘোষে, দৃষ্টিদাহী চপলা চমকে পাখী কতবার কম্পিতদেহ পিঞ্জর ভঙ্গের চিন্তায় অনশনে কতদিন কাটাইয়াছে—অস্থিভেদী দারুণ শৈত্যভয়ে নড়িতে চড়িতে না পারিয়া অতিকষ্টে কতদিন অতিবাহিত করিয়াছে—এত দুঃখ! এত যন্ত্রণা! তথাপি পাখীর পিঞ্জরের মায়া কমে না। এখন পাখী দায়ে পড়িয়া সরিয়া গিয়াছে; পলাইয়া হয়ত আপনার কাম্যবনে আশ্রয় পাইয়াছে। সেখানে উচ্চ মহীরুহে বসিয়া জগদ্দুর্লভ স্বাদু অমৃতময় ফল ভক্ষণ করিয়া চিরবিরাজী অক্ষয় সুধাংশুর পবিত্র প্রেমসুধা পান করিতে পাইয়া আপনাকে চরিতার্থ করিতে পারিয়াছে। এপি-ঞ্জরের কথা সকলই ভুলিয়া গিয়াছে, আর ফিরিবে কেন? বনের পাখী কর্ম্মফলে লোকালয়ে আসিয়া যত দিন পোষা রহিল তাহাই ঢের! লোকালয়ের প্রতি স্নেহ পিঞ্জরের প্রতি মায়া ছেদ করিয়া যদি একবার উড়িতে পারিল, যে বনের পাখী সে বন যদি পাইল তবে আর কি সে ফিরিতে চায়?

এই পিঞ্জরে থাকিয়া পাখী যত সুখ, যত দুঃখ ভোগ করি-য়াছে আমার পাখীও সেই দুঃখ সেই সুখ ভোগ করিতেছে; এই ভগ্ন পিঞ্জরের পাখী যাহা করিয়াছে আমার পাখী, তাহাই

করিতেছে, এখন এই পিঞ্জরের যে দশা হইয়াছে আজি হউক কালি হউক দশদিন পরেই হউক আমারও পিঞ্জরের সেই দশা হইবে। আমি জানি না কোন দিন আমার সাধের খাঁচা ভাঙ্গিবে, কোন দিন আমার পাখী উড়িয়া পলাইবে, খাঁচার পানে ফিরিয়া চাহিবে না। এ দেহপিঞ্জর ভঙ্গুর; জগতে কোন জিনিষই চিরস্থায়ী নহে। পর্ব্বত চূর্ণ হইয়া যায়, সাগর শুকাইয়া যায়, তবে এ ভঙ্গপ্রবণ ক্ষীণ শলাকাসূত্রগ্রথিত পিঞ্জরের আশা কি? যখনই কোন গুরুতর ধাক্কা লাগিবে, তখনই ভাঙ্গিবে; কোনমতে রাখিতে পারিব না। যাহারা এখন আমার পাখীকে লইয়া নাচাইতেছে, খেলাইতেছে, অতি আদর, অতি যত্ন করিতেছে, আমার পিঞ্জর ভাঙ্গিলে, আমার পাখী পলায়ন করিলে তাহারা আমার ভগ্নপিঞ্জর স্পর্শ করিতেও ঘৃণা করিবে। আমার পাখী একা আসিয়াছে একা যাইবে—কোন্ বনে যাইবে জানি না—তাহার স্থির নাই। সেখানে গিয়া বসন্তের সহচর কোকিলের দলে মিশিবে বা শ্যামা, পাপিয়া, দয়েল, "বৌকথা-কও" ইহাদিগেরই সঙ্গী হইবে? কি কাদা খোঁচা বায়স চাতাকের দলে প্রবিষ্ট হইবে, কিছুই বলিতে পারি না। এ পিঞ্জরের পাখী উচ্চ দরের—ইহাকে যে বোল বলাইবে, সেইরূপ বোল শিখিবে—অবিকল সেইরূপ বলিবে। পাখী হিন্দুস্থানীর কাছে থাকিয়া "রাধাকৃষ্ণ জি কি জয়!" জাহাজের কাপ্তেনের কাছে থাকিয়া কেবল মাত্র "Back her easier". বৈষ্ণবের কাছে থাকিয়া "হরেকৃষ্ণ" শাক্তের কাছে থাকিয়া "কালী কল্পতরু" এবং বেশ্যালয়ে থাকিয়া অশ্লীল গীত শিক্ষা করে। এখানে যে বুলি অভ্যাস করে, বনে গিয়াও সে বুলি ভুলিতে পারে না।

এখানকার ফলাফল পাখীকে সেখানে ভোগ করিতে হয়। তবে আর টপ্পা গাইতে শিখাইয়া পাখীর পরকাল নষ্ট করি কেন? এখান হইতে কুবোল ছাড়াইয়া সুবোল শিক্ষা করাই। মন খুলিয়া ষড়জ হইতে পঞ্চম পর্য্যন্ত তুলিয়া বিভুগান পড়াইতে থাকি! পক্ষী জাতি যা শুনে তাই শিখে। ভ্রমেও আর কুবোল মুখে আনিতে দিব না; সুবোল শিখাইব তাহা হইলেই পক্ষীজন্ম সার্থক হইবে।

আশা মিটিল না।

"Exiles, the proverb says, subsist on hope,
Delusive hope still points to distant good,
To good that mocks approach."

এই প্রপঞ্চ জগতে জন্ম গ্রহণ করিয়া যে দিন হইতে জ্ঞানের সঞ্চার হইয়াছে—যে দিন ধর্ম্মাধর্ম্ম, সুখ দুঃখ, ভয় ভরসা, ভাল মন্দ বিবেচনা করিতে এবং মনোবৃত্তি সমুদায়ের চালনা করিতে শিক্ষা করিয়াছি, সেই দিন হইতে আশা করিয়া ছিলাম, যখন বয়োপ্রাপ্ত হইয়া সংসারে প্রবিষ্ট হইব তখন প্রভূত অর্থোপার্জ্জনে ধনেশ্বর হইব, আমাদিগের বাস ভবন ইন্দ্রালয় তুল্য করিব; (বাল্যকালের কথা!) আত্মীয় স্বজনবর্গের সুখসচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করিব—মাতৃভূমির শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া তাহাকে ধরাগ্রগণ্য করিব—দীন দরিদ্র দিগের দারিদ্র্য দুঃখ নিরাকরণের অশেষ বিধ উপায় করিব—তাহাদিগের জন্য অর্জ্জিত অর্থ উৎসর্গ করিব—পৃথিবীতে দরিদ্রের দুঃখ রাখিব না—অনাথদীনহীন

বর্গের অন্নবস্ত্রাভাব মিটাইব—নিরাশ্রয় বালক বালিকা দিগের ভরণপোষণ, এবং বিদ্যাশিক্ষার উপায় বিধান করিব—অসহায়া নিপতিসূতা কামিনীকে আশ্রয় দিব,—স্বহস্তে তাহাদিগের অশ্রু মুছাইব—আশা এরূপ ছিল যে, তাহাদিগের সকল দুঃখ বিদূরিত করিব—মানুষে যাহা কখন পারে না আমি তাহা করিব। যে উপায়ে পারি, সমাজের কুরীতি সমুদায় সংশোধন করিয়া, সুনীতি ও সুশিক্ষা দ্বারা সমাজকে বিশুদ্ধ করিয়া তুলিব, সমাজের সকল অভাব দূর করিব, প্রথমে আপনার জন্ম ভূমির, আপন সমাজের, আপন জাতির, পরিশেষে সমস্ত পৃথিবীর অভাব ঘুচাইব।

রেলওয়ে শকট চক্রের অপেক্ষাও কালচক্র দ্রুতবেগে ঘুরিতেছে, দেখিতে দেখিতে আমার বাল্যকাল কাটিয়া গেল, যৌবন নিকট হইল, গোচে গাচে বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপন করিলাম—দূর হইতে সংসার কাননের সুচারু সুচিকন শোভা দেখিয়া মন ভুলিয়া গেল। কাননের শীর্ষ-দেশ শ্যামল নবীন নধর পল্লব-রাজিতে অপূর্ব্ব শোভিত, মধ্যে মধ্যে নীল, লোহিত পীতাদি নয়নাভিরাম কুসুমদামের মনোহারিতা, তদুপরি শিখী পংক্তির বিন্যস্ত পুচ্ছ-শোভা, তন্নিম্নে আরণ্য তরু সমুদায়ের স্তম্ভ সকল নব-মুকুলিতা-লতিকালিঙ্গনে ঘনতর শ্যাম দেখিয়াছি, তৎপ্রদেশের অপূর্ব্ব কল্পিত সুখ লাভের প্রত্যাশায় প্রধাবিত হইতে লাগিলাম। যত-নিকটস্থ হইতে লাগিলাম, কলনিনাদী-বিবিধ বিহঙ্গম কুলের সুশ্রাব্য মধুর কণ্ঠস্বর ঐকতান বাদ্যের ন্যায় শ্রবণ জুড়াইতে লাগিল। তখন অশেষ আগ্রহ জন্মিল—ইচ্ছা হইল অবিলম্বে তাহাতে প্রবেশ করিয়া

জীবন সার্থক করিতে হইবে। তখন আমাকে কেহ বারণ করিল না—বরং অনেক লোককে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তাহাদিগের অনুবর্ত্তী হইলাম। ভিতরে যাইয়া দেখি, তাহার কিছুই নাই—ভয়াল সিংহ শার্দ্দূলাদি শ্বাপদেরা ঘূর্ণিত লোচনে লাঙ্গুল সঞ্চালন করিতে করিতে বিকট মূর্ত্তিতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। স্থানে স্থানে বিশালদেহী অজাগরগণ নিশ্বাস হুতাশনে তত্তৎ স্থানের লতাগুল্মাদি দগ্ধ করিয়া ফেলিতেছে। দেখিয়াই শোণিত শুষ্ক হইয়া গেল।

সংসারে প্রবেশ করিয়াই ত এই বিষাদ! যেরূপ লেখা পড়া শিক্ষা করিয়াছিলাম, তাহার ফল পাইলাম না—যাহা উপার্জ্জন করিতে লাগিলাম, তাহাতে নিজের উদর পোষণ করিয়া পরিবার প্রতিপালন করা চলেনা। আশা সঙ্গে আছে—ভয় কি? যাহার মোহন মন্ত্রে জগৎমুগ্ধ! মিথ্যাকে সত্যের পরিচ্ছদ পরাইয়া মনুষ্য মুগ্ধ করিতে যাহার মত পটু পৃথিবীতে আর কেহ নাই, হয় কে নয়, নয় কে হয় করিয়া দেখাইতে যাহার মত আর দ্বিতীয় নাই, আশার কুহকে সংসার চলিতেছে, আশা না থাকিলে মনুষ্যের যে কি হইত বলা যায় না! আশাই জগৎ রাখিয়াছে! সংসারে প্রবেশ করিবামাত্র ভয় পাইলাম—হতাশ হইলাম পূর্ব্বের ইচ্ছা, পূর্ব্বের সাধ মিটাইতে পারিব মনে হইল না। আশা তাহা হইতে নিবৃত্ত করিল, মিষ্ট বচনে কাছে আসিয়া আশ্বাস দিয়া বলিল "ভয় নাই আর কয় দিন? অপেক্ষা কর তোমার সকল সাধ মিটিবে, এমন সময় আসিবে যখন তোমার সকল ইচ্ছা সিদ্ধ হইলে, সকল সুখে সুখী হইবে"। বরাবর যাহার কথা শুনিয়া, যাহার কথায় বিশ্বাস

করিয়া আসিতেছি তাহার একটা কথার সার্থকতা দেখিতে পাইলাম না বলিয়া চিরকালের জন্ম তাহাকে অবিশ্বাস করা বড় ভাল হয় না; তাহার কথায় নির্ভর করিয়া রহিলাম। দুদিন, একদিন, দুমাস, একমাস, দুবছর, দশবছর করিয়া, বল, বুদ্ধি, ভরসার সময় কাটিয়া গেল, আশার কোথাও সফলতা দেখিতে পাইলাম না। মনে দুঃখ হইল, ক্রোধ জন্মিল, ক্ষোভ আসিয়া উপস্থিত হইল। মনে করিলাম, যদি আশার সাক্ষাৎ পাই, মনের মত শাস্তি দিব, দুর্দ্দশার চূড়ান্ত করিব। অধিকক্ষণ নয়—একটু পরেই অপূর্ব্ব বেশ ভূষায় অঙ্গাবরণ করিয়া হাসিতে হাসিতে আশা আসিয়া নিকটে দাঁড়াইল,—রাগে ফিরিয়া দেখিতে ইচ্ছা হইল না। আশা তখন স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া, প্রিয়সম্ভাষণে কথা কহিয়া আবার লোভ দেখাইতে লাগিল। কোন মতে বিশ্বাস করিব না—কোন মতে তাহার কথায় কর্ণপাত করিব না—কিন্তু কি মোহন-মন্ত্র-জানে মন ভুলাইয়া দিল—বেলা দ্বিপ্রহর অতীত, দিবাকর পশ্চিম গগনে নামিতেছেন—আশা পূর্ব্বদিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া একটী রমণীয় ইন্দ্রধনু দেখাইয়া বলিল "ঐ ইন্দ্রধনু যে স্থানে মৃত্তিকা স্পর্শ করিয়াছে সেই স্থানে পৌছিলেই তোমার ইষ্ট সফল হইবে—বেগে চল; যতশীঘ্র পৌছিবে, তত শীঘ্র তোমার কামনা পূর্ণ হইবে।" তখন চারুহাসিনীর বাকচাতুরী বুঝিতে না পারিয়া, কথার সত্যাসত্য বিবেচনা না করিয়া দ্রুত চলিতে আরম্ভ করিলাম—যত যাই, পথ আর ফুরায় না—শেষে দৌড়িতে লাগিলাম; যত দৌড়ি, ইন্দ্র ধনুও দৌড়িতে থাকে, ধরা দেয়'না—ক্রমে বেলা শেষ হইয়া আসিল—আমারও তিন

কাল গিয়া এককালে ঠেকিল—বৈকালিক সমীরণে পূর্ব্বাকাশের জলদমালা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল—ইন্দ্রধনুও লুকাইল—আমি হত বুদ্ধি-দণ্ডায়মান হইয়া ভাবিতে লাগিলাম—ভাবিলাম আশা মিটিল না—কুহকিনী তখনও ছাড়ে না—ভয়ে নিকটে আসিতে পারে না। দূর হইতে আমার পুত্রের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া তখনও আমাকে রাজপিতা হইবার কথা বলে। এই জগতে আশার-ছলনায় না ভুলিয়াছেন, এমন ব্যক্তি নাই—রাজা, মন্ত্রী, অধ্যাপক, প্রজা, ধনী, দরিদ্র, বালক, বৃদ্ধ, বনিতা তাহার নিকট প্রতারিত না হইয়াছে এমন লোক নাই। আশা কখন সত্য কথা বলে না—লোকের সহিত প্রবঞ্চনা, প্রতারণা ভিন্ন কদাপি সরল ব্যবহার করে না, --লোক জানিয়া শুনিয়াও তাহার কথায় বিশ্বাস করিতে, তাহার কথায় নির্ভর করিতে ছাড়ে না। আশার অদ্ভুত শক্তি, আশ্চর্য্য বাহাদুরী!

সন্ধ্যা হইল, সূর্য্য অস্তাচলে চলিলেন, আকাশ অন্ধকারময় হইল, জীবন-সন্ধ্যা নিকট, আশা মিটিল না, মনে করিয়াছিলাম, সমস্ত জীবন মধ্যে প্রতিদিন একটী সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া সকল মঙ্গল-ধাম সেই করুণাময় বিশ্ববিধাতার তত্ত্বানুচিন্তনে বিমলানন্দ ভোগ করিব, তাহাও হইল না। ইহকাল পরকাল দুই কালেরই কাজ হারাইলাম, বিদ্যাচর্চ্চায় বাল্যকাল কাটিয়া গেল—"হাহা" করিয়া সংসার চিন্তায় যৌবনকালটা অতিবাহিত করিলাম—আশার শঠতায় ভুলিয়া হতবুদ্ধি মূঢ়ের ন্যায় বার্দ্ধক্যেও আসল কার্য্যের কিছু করিতে পারিলাম না। এখন কিছুই হইল না—ধনের আশা—স্বজনের আশা—বড়

হইবার আশা—সকল আশাই ফুরাইয়া আসিল—যাহা মনে করিয়াছিলাম, তাহার কিছুই করিতে পারিলাম না—যেমন আসিলাম তেমনি চলিলাম—আসা যাওয়া সার হইল, ভূতের ব্যাগার খাটিয়া চলিলাম, কিছুই করিতে পারিলাম না। স্রোতো জলের বুদ্বুদের ন্যায় উঠিয়া একটু ভাসিয়া গিয়া স্রোতে মিসাইতে চলিলাম ; আর কিছু হইল না, কেবল মাত্র এলাম গেলাম, কিছুই রাখিয়া যাইতে পারিলাম না। মনের আশা মনেই রহিয়া গেল।

মরা মানুষ বাঁচে না ?

"——————————Where thou art gone
Adieus and farewells are a sound unkown.
May I but meet thee on that peaceful shore,
The parting word shall pass my lips no more!"

Cowper

আমি পাগল—না হইলে এমন চিন্তা আমার মনে উঠিবে কেন ? বাস্তবিকই আমি উন্মাদগ্রস্ত ! মানব মন যাহা দেখিতে চায়, যাহা পাইতে আগ্রহ করে, তাহাই যদি মিলেবে, তবে সংসারে দুঃখ কিসের ? মানবের মন নিরন্তর অবিতৃপ্তই বা কেন থাকিবে ? কিন্তু এরূপ হইলেও আশা ক্ষান্ত থাকে কই ? আশাত যত অসম্ভব ঘটনারই কল্পনা আনিয়া দেয়। আশার কথা যদি সত্য হইবে, তবে সংসারে এত নিগ্রহই বা কেন হইবে ? আমার উপস্থিত চিন্তা

নিতান্ত অসম্ভব ও অযুক্তিসঙ্গত হইলেও চিরায়ত কিম্বদন্তী, কবিকল্পনা আমার মনে এই সন্দেহের ছায়া পাতিত করে। রঘুপতি রামচন্দ্র পিতৃসত্য প্রতিপালন জন্য অরণ্যগমন করিতে ছিলেন, গমনকালে পিতা মাতা সকলকে সুস্থ শরীরে দেখিয়া গিয়া ছিলেন কিন্তু তিনি পথি মধ্যে স্বপ্ন দেখিলেন তাঁহার পিতৃদেব ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গধামবাস আশ্রয় করিয়াছেন। ব্রুটাশ শিজারকে হত্যা করিয়া পরে তাঁহার প্রেতদেহ দেখিতে পাইলেন। দৈব নিগ্রহতায় বহুদিন বিচ্ছেদের পর কাদম্বরী চন্দ্রাপীড়ের পবিত্র প্রণয়পূরিত মূর্ত্তির দর্শন পাইয়া সকল দুঃখের অবসান করিতে পারিয়া ছিলেন। আমিও সেই নরলোকে জন্মগ্রহণ করিয়াছি—আমিও মনুষ্য—আমারও সেইরূপ অন্তর ও বাহেন্দ্রিয় আছে—আমারও মনে দুঃখের লীলা; আশারখেলা আছে। আমিই বা সেইরূপ প্রত্যাশা করিতে পারিব না কেন? এই মনে করিয়া কখন কখন আশা হয় আমিও কোনদিন কখন না কখন আমার মনের সেই স্নেহময়ী মূর্ত্তি খানি দেখিতে পাইব। যাঁহার কৃপায় প্রপঞ্চ জগৎ দেখিতে পাইলাম, যাঁহার করুণাবলে এই রঙ্গময়ী ধরা মধ্যে বিচরণ করিতেছি—এই সংসার সাগরের যিনি একমাত্র আশ্রয়, একমাত্র ভরসা, একমাত্র হিতৈষিণী সেই জননীকে হারাইয়াছি। যখন আমার পরম হিতার্থিনী ইহলৌকিক আরাধ্যা সেই জননী পীড়িত শয্যায় আমাকে নিকটে পাইয়া আমার গাত্রে হস্তস্পর্শ দ্বারা আপনার যাবতীয় রোগ যন্ত্রণা বিদূরিত বোধ করিলেন—আমার সহিত মৃদু মধুর ক্ষীণস্বরে কথা কহিয়া তাঁহার দীর্ঘজীবনের আশা

দিলেন, সেই এক সময়—আর তাহারই পর রজনীতে যখন তিনি মহাশয্যায় শয়ন করিলেন—দেহ শীর্ণ—নিস্পন্দ—নেত্র মুদিত—হৃদিশ্বাস সঘন চালিত—প্রাণবায়ু প্রয়াণোদ্যত—তখন সেই কষ্ট দেখিয়া হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠিল—প্রাণ আকুল হইল, অধীর হইয়া পড়িল—তৎসাময়িক কর্ত্তব্যতা বিষয়ে পরাঙ্মুখ হইল। চতুর্দ্দিকে আমরা ভ্রাতৃ চতুষ্টয় সজল নয়নে আর্ত্তস্বরে আকাশ ফাটাইতে লাগিলাম, আর সেই এক সময়! সেই ঘোরতমস্বিনী আমাদিগের পক্ষে যেন বিষময়ী বোধ হইতে লাগিল—কি অশুভক্ষণই আসিয়াছিল। উঃ! যখন তাঁহার প্রাণপক্ষী পাঞ্চভৌতিক পিঞ্জর হইতে পলায়ন করিল তখন জানিতে পারিলাম না তিনি জীবিতা কি মৃতা। মাতৃ সম্বোধনে বারম্বার আহ্বান করিলাম—বালককালের বিনয় মধুর স্বরে অনুকরণ করিয়া বারম্বার ডাকিলাম—উত্তর পাইলাম না,—তখন জানিলাম তিনি এই মায়াময় জগ-তের মায়াপাশ চ্ছেদ করিয়া প্রস্থান করিয়াছেন—ইহ-লোকে আর নাই—তাহার পর কত বার ডাকিলাম—কত বিনয় করিলাম—পরিশেষে কত চীৎকার করিলাম—উত্তর পাইলাম না। যে জননী একবারের অধিক দুইবার ডাকিলে পাছে পুত্রের কষ্ট হয় ভাবিয়া শশব্যস্তে উত্তর দিতেন, এখন তাঁহাকে ডাকিয়া ডাকিয়া তালুশুষ্ক করিলাম, উত্তর পাইলাম না। তখন মন একবার বুঝিতে পারিল তিনি আর আমা দের নাই। তাহার পর ক্ষণেই আমরা তাঁহার শব জাহ্নবী তীরস্থ করিলাম—অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পূর্ব্বানুষ্ঠিক কার্য্য হইতেছে—মন কি অবোধ! মোহের কি আশ্চর্য্য মহিমা! আবার আশা

উপস্থিত হইল—আবার গিয়া তাঁহার শব পরীক্ষা করিলাম—মনে করিলাম বুঝি আমার বিনয়ে আমার কাতরতায় তিনি ইহলোকে প্রত্যাগমন করিয়া আপন দেহ আশ্রয় করিয়াছেন। মৃত দেহে ঠিক যেন সজীবতা দেখিতে পাইলাম—নিকটস্থ হইলাম—ভাল করিয়া দেখিলাম—আমি পাগল! তাও কি কখন হয়! মরা মানুষ কখন কি বাঁচে? তাহা হইলে আর জগতের মহৎ অভাব কি? তখন বক্ষে জ্বলন্ত বিষশল্য ধারণ করিয়া তাঁহার পবিত্র দেহ প্রজ্জ্বলিত হুতাশনে অর্পণ করিলাম—অবিলম্বেই আমার সেই ভক্তির মূর্ত্তি খানি ভস্মসাৎ করিলাম—পরিশেষে বিষণ্ণ মনে, ভগ্ন হৃদয়ে বাটীতে আসিলাম। গৃহ অন্ধকার ময়! পুরী শূন্য! আজন্মকাল যে মূর্ত্তি দর্শন করিয়া নয়ন পবিত্র করিয়া আসিতেছিলাম, ঘোর বিপৎ পাতের সময়ে যাঁহার মধুরতাময় উৎসাহবাক্যে বিষম বিপদকে ভ্রূক্ষেপও করি নাই—আজি সেই জননীকে হারাইলাম। বিপদে সান্ত্বনা করিতে আর কেহ নাই—আশ্রয়হীন সংসারমরুতে তৃষিত পথিকের ন্যায় ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। সেই অবধি যেখানে যাই, যে দিকে চাই সেই করুণাপূর্ণ মাধুর্য্যময়ী মূর্ত্তি খানির অনুসন্ধান করি—দেখিতে পাই নাই। বহুজন সমাকুল সুন্দরী নগরী, গ্রাম পল্লী, উপবন, গিরি গহ্বর, যেখানে যাই, অনুসন্ধান করি খুজিয়া পাই নাই। একদিন মনে করিলাম শ্মশানভূমি প্রেতাত্মার নিবাসস্থান—দেখি যদি সেখানে যাইলে সাক্ষাৎ পাই। নিশীথ সময়! ঘোর অন্ধকার! চারিদিকে দৃষ্টি চলেনা—তেমন সময়ে ভাগিরথীতীরে যেখানে তাঁহার পবিত্র দেহ দগ্ধ করিয়া আসি-

য়াছি—সেই খানে গেলাম। সেই জনশূন্য প্রদেশ রাত্রিকালে নীরব—দুর্গম—সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান মৃত্যুর ন্যায় যেন মুখব্যাদান করিয়া গ্রাস করিতে আসিল। স্থানটী অতি ভয়ানক! নদী তীর শবসঙ্কুল—কোন কোন স্থানে ধূমরাশি সমাচ্ছন্ন অগ্নিশিখা নরদেহ দগ্ধ করিতেছে। বায়ুসহ অগ্নির সামান্য শব্দ! সে নিশীথে তাহাও অতি ভয়ঙ্কর! এক একবার মনে হইতে লাগিল সেই নীরবতা নষ্ট করিয়া যেন অস্ফুট শব্দ কর্ণ কুহরে আসিতেছে—শ্রুতিস্থির রাখিয়া, ভাল করিয়া শুনিতে চেষ্টা করিলাম—আর শুনা গেল না—মনে হইল পশ্চাতে কে যেন দণ্ডায়মান আছে—পশ্চাৎ ফিরিয়া কাহাকেও দেখিতে পাই-লাম না—কেবল সেই নীরবতা, সেই অন্ধকার, এবং সময় ও স্থানের সেই ভীষণতা বই আর কিছুই নহে। পরক্ষণেই শিবাগণ চীৎকার শব্দে নিশীথিনীর নীরবতা ক্ষণেকের জন্য ভঙ্গ করিয়া দিল। তখনও আমি দণ্ডায়মান! কিছুই শুনিতে, কিছুই দেখিতে পাইলাম না—আবার মৃদু মন্দ সমীর চালিত অস্ফুট শব্দ শুনিতে পাইলাম, শব্দ লক্ষ্য করিয়া জাহ্নবীর ... সমীপস্থ হইলাম—সুরধুনী তারকা কুল বিচিত্রিত ... আকাশের ছবি বক্ষে ধারণ করিয়া মৃদুল পবন ... করিতেছে—...ই অব্যক্ত ধ্বনির অর্থ বোধ ... র কথা জিজ্ঞাসা করিলাম—কোন ... মনে খেলা করিতে ... আমি বাটীতে ফিরি- ... নিশীথে প্রেতদেহ ... তন্ন তন্ন করিয়া

খুজিয়া আসিলাম—কোথাও কিছু দেখিতে পাইলাম না—বাল্যসংস্কার বশতঃ জ্যোতিষ্কমণ্ডল পরলোক বাসী দিগের বাসস্থান মনে করিয়া এক একটা করিয়া কত নক্ষত্র দেখিলাম—কোথাও খুজিয়া পাইলাম নাই। তখন মনে হইল যদি স্বপ্নেও দেখিতে পাই—গৃহে আসিলাম—দীর্ঘকাল ভ্রমণের পর শয়ন মাত্র অঘোরে ঘুমাইলাম—প্রাতঃকালে উঠিয়া ভাবি—কই স্বপ্নেও ত দেখিতে পাইলাম না। আচ্ছা তবে কি কোন উপায় হইবে না? কই? কিছুই ত দেখিতেছি না। ইহলোক পরিত্যাগ করিলেও কি সাক্ষাৎ হইবে না? কে বলিতে পারে? কেহই নয়। আজি কালিকার প্রেততত্ত্ববিদ বলিবেন—যাহারা প্রেত লোকে অবস্থিতি করিতেছেন, কোন সংবাদের প্রয়োজন হইলে তিনি আনিয়া দিতে পারেন—তাহাই কি সত্য? কেমন করিয়া বলিব। আমি এত ডাকিতেছি—জননীর মধুর কণ্ঠস্বর শুনিতে, মধুর মা ময়ী মূর্ত্তি দেখিতে পাই না কেন? যদি বল তাঁহারা সাংসারিক মায়া পাশ ছেদ করিয়া গিয়াছেন—এ জগতের [illegible] আর বড় সম্বন্ধ রাখিতে চাহেন না;—ইহ সংসারের [illegible] তাঁহার স্বপ্নবৎ বোধ হয়—ইহলোকের মোহজ আর ভুলাইতে পারে না। তবে আর আহ্বানে, অনুরোধে যে তিনি [illegible] তাহারই প্রমাণ কি? মীমাংসা এ পর্য্যন্ত কি?